NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ আসুন এবার আমরা ভালো হওয়ার উৎসবে মাতি

বারাসাতে ভোট বেড়েছে বিজেপির, ৩ বার জিতেছে তৃণমূল ৬

কলকাতা ৩ এপ্রিল ২০২৪ ২০ চৈত্র ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ২৯১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 3.4.2024, Vol.17, Issue No. 291, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছে স্থানীয় প্রশাসন, জানালেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঝড়ের কারণে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে ছোট বড় মিলিয়ে মোট পাঁচ হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া বেশ কিছু চাষের জমিতেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রশাসন বিষয়টি দেখছে বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। জারি রয়েছে আদর্শ আচরণবিধি। তার মাঝে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে কোনও ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করতে পারেন না মুখ্যমন্ত্রী। তবে জরুরি পরিস্থিতিতে তাঁর প্রশাসন

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে পারে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির চালসার গৌরীগ্রাম এলাকার মার্সি ফেলোশিপ চার্চের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যান গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সুপ্রিমো অনিত থাপা। সেই বৈঠকের পরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মমতা। ঝড় নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মমতা বলেন, 'পাঁচ হাজার বাড়ি নষ্ট হয়েছে। কোনও কোনও বাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কোনও বাড়ি অর্ধেক ভেঙেছে, আবার কোনও বাড়িতে অল্প ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সব মিলিয়ে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে পাঁচ হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ঝড়ে। আমি এই দু'দিনে সেটাই দেখছিলাম। তিন জেলা নিয়েই প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা হয়েছে। বেশ কিছু চাষের জমিও নষ্ট হয়েছে। প্রশাসন সেগুলো দেখবে।' কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে চা বাগানের কর্মীদের সঙ্গে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, 'এখানে বহু চা বাগান আছে, যেখানে ওঁরা ছোট ছোট ফার্মিং করেন। কেন্দ্র তা বন্ধ করে দিয়েছে। মালিকদের বলে ওঁদের থেকে চা কেনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি মলয়কে বলেছি, ও এসে বৈঠক করবে। আমরা চা শ্রমিকদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করব। পাট কেনাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাট শিল্পে বাংলা এক নম্বর। আমি এটা বন্ধ হতে দেব না।' এ বিষয়ে অনিতের সঙ্গে কথা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ভোটের মুখে ডিসিপি সাউথকে সরাল নির্বাচন কমিশন, ক্ষুব্ধ মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের মুখে ফের এক পুলিশকর্তাকে দায়িত্ব থেকে সরাল নির্বাচন কমিশন। এবার সরানো হল ডিসিপি সাউথ-ওয়েস্ট সৌম্য রায়কে। তিনি শুধু পুলিশ কর্তাই নন, সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক তথা তৃণমূলের অন্যতম তারকা মুখ লাভলী মৈত্রর স্বামীও বটে। প্রসঙ্গত, এর আগে একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সময়েও আইপিএস সৌম্য রায়কে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছিল কমিশন।

কারণ, ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে লাভলী প্রার্থী হওয়াতেই তাঁকে সরানো হয়। এবারও লোকসভা ভোটের মুখে ফের তৃণমূলের তারকা বিধায়ক লাভলীর স্বামী সৌম্য রায়কে সরানোর সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন।

মঙ্গলবারই নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে এ ব্যাপারে একটি চিঠি পাঠানো হয়। সেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ডিসিপি সাউথ-ওয়েস্ট আইপিএস সৌম্য রায়কে অবিলম্বে নির্বাচন-সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে যোগ নেই এমন কোনও পদে বদলি করার জন্য বলা হয়েছে। সঙ্গে রাজ্যকে এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, দক্ষিণ পশ্চিম ডিভিশনের ডিসিপি কাকে নিয়োগ করা হবে, তা ঠিক করতে কয়েকজন অফিসারের নাম পাঠাতে রাজ্যকে। আর এই নামের তালিকা পাঠাতে হবে ৩ এপ্রিল দুপুর তিনটের মধ্যে।

উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা দেশে কার্যকর হয়ে গিয়েছে আদর্শ আচরণবিধি। এই মডেল কোড অব কন্ডাক্ট কার্যকর থাকাকালীন নির্বাচন কমিশনের হাতে বিশেষ কিছু ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। যার বলে প্রয়োজন অনুযায়ী অফিসার, আমলা, পুলিশকর্তাদের বদলি করতে পারে নির্বাচন কমিশন। সেই মতোই এবার তৃণমূলের তারকা বিধায়ক লাভলী মৈত্রর স্বামীকে বদলির সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন।

কমিশনের এই ভূমিকায় অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিস্মিত মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'এ আবার কী! স্ত্রী বিধায়ক বলে কি স্বামী চাকরি করবে না? লাভলি বিধায়ক হওয়ার অনেক আগে সৌম্য আইপিএস হয়েছে। এ আবার কী!' শুধু তাই নয়, কেন্দ্রকেও পালটা তোপ দেগেছেন তিনি। মমতার প্রশ্ন, 'ভোটের মুখে নিজেদের কটা অফিসারকে বদলি করেছে? কজন বিএসএফকে বদলি করেছে? সকলের জন্য বিচার সমান হওয়া উচিত।'

তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিক বদলি করে ফেলেছে নির্বাচন কমিশন। শুরুটা হয়েছিল, রাজ্য পুলিশের ডিজির পদ থেকে রাজীব কুমারকে সরানো থেকে। তারপর চার জেলার জেলাশাসককে বদল করেছে নির্বাচন কমিশন। সোমবারই আবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে দুই সিনিয়র অফিসারকে অন্যত্র বদলির নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। এসবের মধ্যেই এবার আরও এক আইপিএস-কে অন্যত্র বদলি করল কমিশন।

রবিবার টর্নেডো বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে আসছেন মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন: জলপাইগুড়ি সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একদিকে লোকসভার প্রচার, অন্যদিকে জলপাইগুড়িতে টর্নেডোর দাপটে বহু মানুষের শোচনীয় অবস্থা। এই দুই পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে রবিবার জলপাইগুড়িতে পা রাখবেন প্রধানমন্ত্রী। আগামী ১৯ এপ্রিল কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে নির্বাচন। তাই রবিবারেরই জল শহরে প্রার্থীর সমর্থনে সভা করবেন নমো। জলপাইগুড়ির বিধ্বংসী ঝড়ের পর নিজের দলের কর্মীদের দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তবে মোদির নির্দেশ মানার আগেই সেখানে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতিতে দুর্গতদের খোঁজ নিতে রবিবার জলপাইগুড়ি আসবেন তিনি। কারণ, ঝড়ের পর বদলেছে জলপাইগুড়ির ছবিটা। তাই বালুরঘাটের সভা বাতিল করে জলপাইগুড়িতেই আসছেন মোদি। তবে এখনও পর্যন্ত রাজ্য বিজেপির কাছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে কোনও সূচি আসেনি।

রাজ্যের সব বুথেই হবে ওয়েব কাস্টিং জানাল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোট অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ নির্বাচন কমিশনের কাছে। ভোটে যাতে কোনওরকম অশান্তি না হয় তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ করছে কমিশন। মঙ্গলবার কমিশন জানিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের সব বুথেই ওয়েব কাস্টিং হবে। ব্যবহার করা হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিও। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গকে যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তা এই সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্ট। লোকসভা হোক বা বিধানসভা, ভোটে স্বচ্ছতা আনতেই বুথে বুথে ওয়েব কাস্টিং শুরু করেছিল কমিশন। বুথে কী হচ্ছে, কারা কারা ভোট দিতে আসছেন, কোনও অশান্তি ঘটছে কি না; সেই সব কিছুর উপর নজরদারি চালাতে কমিশন এই ওয়েব কাস্টিং প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। মূলত অনলাইনেই এই নজরদারি চালানো হয়।

লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার সময়ই দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানিয়েছিলেন, এ বারের ভোটে কোনও ধরনের অশান্তি বা গন্ডগোল বরদাস্ত করা হবে না। অশান্তি ঠেকাতে বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও বলেছিলেন তিনি। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, ওয়েব কাস্টিংয়ের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে তার আভাসও দিয়েছিলেন রাজীব। সূত্রের খবর, স্পর্শকাতর বুথ চিহ্নিত করা, কোন কোন বুথে ওয়েব কাস্টিং করা হবে; এই সব ঠিক করতে সম্প্রতিই জেলাশাসক তথা জেলার নির্বাচনী আধিকারিকদের থেকে কমিশন তথ্য চেয়েছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই রিপোর্ট তৈরি করা হয়। শোনা যাচ্ছিল, রাজ্যের স্পর্শকাতর বুথগুলিতেই শুধুমাত্র ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। তবে মঙ্গলবার কমিশন জানিয়ে দিল, রাজ্যের ১০০ শতাংশ বুথেই ওয়েব কাস্টিং হবে।

২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের সময়েও বুথে বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে বিধানসভায় মাত্র ৫০.৩১ শতাংশ বুথেই এই ব্যবস্থা ছিল। এ বার সেটাই বাড়িয়ে ১০০ শতাংশ করা হল। অর্থাৎ এ বার রাজ্যের ৮০ হাজার ৫৩০ বুথেই ওয়েব কাস্টিং হবে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, পঞ্জাবের ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ওয়াটগঞ্জের পরিত্যক্ত বাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার মহিলার টুকরো টুকরো দেহাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াটগঞ্জের পরিত্যক্ত এলাকা থেকে যুবতীর দেহাংশ উদ্ধারের ঘটনায় ক্রমে রহস্য জট পাকছে। যুবতীর গোটা দেহ পাওয়া যায়নি। দেহের টুকরো টুকরো কিছু অংশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। দেহাংশগুলি তিনটি কালো প্লাস্টিকে মুড়িয়ে রাখা ছিল। কে বা কারা যুবতীকে খুন করল, কখন, কী ভাবে দেহ ওই এলাকায় ফেলা হল, বাকি দেহাংশই বা কোথায়, প্রশ্ন উঠেছে। এলাকার কোনও বাড়িতে সিসি ক্যামেরা আছে কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দেহাংশগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া কালো প্লাস্টিকের একটিতে যুবতীর কাটা মাথা রাখা ছিল। সেই মাথায় সিঁদুরও পরা ছিল। কপালে ছিল টিপ। এর থেকে পুলিশের অনুমান, যুবতী বিবাহিত ছিলেন। মাথার অংশ যে প্লাস্টিকে ছিল, তার মধ্যেই একটি ভারী ইটও রাখা ছিল। মনে করা হচ্ছে, ওই প্লাস্টিক নদীর জলে ডুবিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলো দুষ্কৃতীরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতার বয়স আনুমানিক ৩০-৩৫ বছর। কালো প্লাস্টিক থেকে যুবতীর হাত পাওয়া যায়নি। বুকের অংশ মিললেও মেলেনি পেট। অন্য একটি প্লাস্টিকে পুলিশ যুবতীর কাটা পা পাওয়া গিয়েছে। তবে পায়ের পাতা পাওয়া যায়নি। পুলিশ মনে করছে, আগে যুবতীকে খুন করা হয়েছে। তার পর তাঁর দেহটি টুকরো টুকরো করে কাটা হয়েছে। তবে দেহের যে অংশগুলি পাওয়া গিয়েছে, তাতে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না।

ছিল না কোনও পোশাকও। ময়নাতদন্তের পর অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আপাতত সে দিকেই তাকিয়ে আছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের অনুমান, অন্য কোথাও যুবতীকে খুন করা হয়েছে। পরে দেহ আনা হয়েছে ওয়াটগঞ্জের পরিত্যক্ত এলাকায়।

দেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার হরিকৃষ্ণ পাই। হোমিসাইড শাখা এবং ডগ স্কোয়াডও ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করেছে। নিখোঁজ সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ জমা পড়েছে কি না, সেই তালিকা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এলাকার বাসিন্দাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁরা কেউ কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখেছেন কি না, খোঁজ নিচ্ছে পুলিশ।

পুলিশের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর ২টো ৫০ মিনিটে তারা খবর পায়, ওয়াটগঞ্জের সত্য ডক্টর রোডে সিআইএসএফের পরিত্যক্ত ব্যারাকে অপরিচিত এক যুবতীর কাটা মাথা পড়ে আছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ দেখতে পায়, তিনটি আলাদা প্লাস্টিকে মুড়ে দেহাংশ রাখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত যুবতীর পরিচয় জানা যায়নি। মাথার টিপ এবং সিঁদুর দেখে মৃতাকে হিন্দু বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্ত চলছে।

উত্তরে বৃষ্টি, দক্ষিণবঙ্গ পুড়ছে খরতাপে, আজ থেকে বইবে লু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পার বঙ্গের তাপমাত্রা। মঙ্গলবার কলকাতাতেও ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পেরোলো পারদ। বুধবার থেকে বইবে লু। অন্যদিকে, তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা জারি হয়েছে পশ্চিমের জেলায়। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওযা দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে আরও বাড়বে উষ্ণতা। এদিকে উত্তরবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস। একেবারে বিপরীত ছবি দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনাই নেই। বরং বাড়বে গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও অসমে। নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকেছে। আরও একটি ঝঞ্ঝা আসছে শুক্রবারে। তামিলনাড়ু থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত রয়েছে একটি অক্ষরেখা যা বিদর্ভ ও কর্নাটকের ওপর দিয়ে গিয়েছে।

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে থাকবে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া। দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চার থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে থাকবে বেশ কয়েকটি জেলায়। বুধবার থেকে শুক্রবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। এ সপ্তাহে কলকাতায় ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি তাপমাত্রা চলে যেতে পারে। সঙ্গে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় অস্বস্তিও থাকবে গরমের সঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই। আর পশ্চিমের জেলাগুলিতে বিশেষ করে বাঁকুড়াতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি পার। ৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রিতে চলে যেতে পারে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বেশ

কিছু জেলার তাপমাত্রা।

অন্যদিকে, দার্জিলিং-এর উঁচু পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টি চলতে পারে। মূলত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝড়ো হাওয়া বইবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্থানে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেশি। সোমবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৩৪ থেকে ৯২ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘন্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ২৮ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

বোলপুর লোকসভায় এবার নজর বিজেপি প্রার্থী পিয়ার ওপর

শুভাশিস বিশ্বাস

একসময় বঙ্গ রাজনীতিতে বোলপুর আর প্রয়াত বাম সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রায়ই একইসঙ্গে উচ্চারিত হতো। কারণ, ১৯৮৫ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত এখানকারই সাংসদ ছিলেন সোমনাথবাবু। তবে ২০১৪ সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন চাঙা হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত এই কেন্দ্রটি তৃণমূলেরই দখলে। তবে সোমনাথবাবুর পাশাপাশি বোলপুরের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে আরও একজনের নাম। যিনি না থাকায় 'চড়াম চড়াম', 'নকুল দানা-গুড় বাতাসা', 'রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে উন্নয়ন'-এর মত শব্দবন্ধ প্রয়োগ হতে শোনা যাচ্ছে না ২০২৪-এর প্রাক নির্বাচনী আবহে। বঙ্গ রাজনীতির এই কালারফুল ক্যারেক্টার এখন গোরু পাচার কাণ্ডে তিহারে বন্দি। তাঁর নাম অনুব্রত মণ্ডল। তবে বীরভূমে অনুব্রত মডেলেই যে ২০২৪-এও ভোট হবে তা পক্ষান্তরে বুঝিয়ে দিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। কারণ, সশরীরে না থাকলেও 'কেষ্ট আদর্শ'ই সম্বল তৃণমূলের। এই অনুব্রতর ভোকাল টনিক পেয়ে রীতিমত চনমনে থাকতেন দলের নেতা-কর্মীরা। গত প্রায় ১০ বছর ধরে বিরোধী শক্তি যে বোলপুরে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি তার বড় কারণ এই অনুব্রতর উপস্থিতি।

বোলপুর লোকসভা কেন্দ্র গঠিত হয় ১৯৬২ সালে। এই লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র। তবে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রটি বীরভূম এবং পূর্ব বর্ধমান দুই জেলাতেই ছড়িয়ে। এর অধীনস্ত বিধানসভা কেন্দ্রগুলি হল বোলপুর, নানুর, লাভপুর, ময়ূরেশ্বর, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট এবং আউসগ্রাম। এর মধ্যে বোলপুর, নানুর, লাভপুর, ময়ূরেশ্বর কেন্দ্রগুলি বীরভূমে এবং কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট আর আউসগ্রাম পড়ে পূর্ব বর্ধমানে। বোলপুর

লোকসভা কেন্দ্রে বাস করেন বিভিন্ন জাতের মানুষ। এর মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধ ০.০২ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.০৩ শতাংশ, জৈন ০.০৩ শতাংশ, শিখ, ০.১১ শতাংশ, মুসলিম ৩০.০৭ শতাংশ, তপসিলি জাতি ২৮.৬১ শতাংশ, তপসিলি উপজাতি ৬.৬৫ শতাংশ। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের হিসাব অনুযায়ী এই কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ১৭ লক্ষেরও বেশি। এই নির্বাচনী এলাকার বেশিরভাগই গ্রামীণ। স্বাক্ষরতার হার প্রায় ৭৩.৭৭ শতাংশ। মহিলা ভোটারের চেয়ে পুরুষ ভোটারের হার বেশি। পুরুষ ৫১ শতাংশ ও মহিলা ৪৯ শতাংশ।

বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের ইতিহাস বলছে, এখানে আধিপত্য ছিল বামেদেরই। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮৫ সিপিএম সাংসদ ছিলেন সরদীশ রায়। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৮৫ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত সিপিএমের জনপ্রিয় সাংসদ ছিলেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তবে পটপরিবর্তন হয় ২০১৪-তে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী অনুপম হাজরা ৬,৩০,০৮৫ ভোট পেয়ে জয়ী হন। রানার আপ হন সিপিএম প্রার্থী রামচন্দ্র ডোম। জয়ের ব্যবধান ছিল ২,৩৫,৮৩৯ টি ভোট। এরপর ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের অসিত কুমার মাল ৬,৯৮,৪৪১ ভোট পেয়ে জয়ী হন। রানার আপ হন বিজেপি প্রার্থী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রামপ্রসাদ দাস। জয়ের ব্যবধান ছিল ১, ০৬,৯৯৬ ভোট। অর্থাৎ, এটা স্পষ্ট যে বামেদের শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে এই বোলপুরের মাটিতে। তবে বোলপুরের বর্তমান রাজনৈতিক ছবি বলছে, এই লোকসভা কেন্দ্রে একচেটিয়া দাপট রয়েছে তৃণমূলের। কারণ, বোলপুর লোকসভার অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রই ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছে তৃণমূল।

শেষাংশ দুয়ের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৪/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৮০ নং এফিডেভিট বলে Kandarpa Koley S/o. Dulal Chandra Koley ও Kandrpa Koley S/o. D. Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Rajib Hossain পিতা-Late Mannan Hossain গ্রাম-খাগড়াঘাট ষ্টেশন রোড, পোঃ- রাধারঘাট, থানা- বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, যা আমার ভোটার কার্ডে আছে। কিন্তু আধার কার্ডে এবং জন্ম প্রমান পত্রে আমার নাম Aabdul Rajib Hossain আছে। গত ৩০-০৩-২০২৪ বহরমপুর নোটারী পাবলিক -এর এফিডেভিট বলে Rajib Hossain এবং Aabdul Rajb Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৩১০ নং এফিডেভিট বলে Basiram Sarkar S/o. Rajendra Sarkar ও Bansiram Sarkar S/o. Panchanan @ Panchanan Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Prashanta Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sunil Kumar Ghosh ও Lt. S. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, Mahua Moulick, Legally wedded wife of 717502L Ex-Sgt Sabyasachi Moulick residing Bhatapara 24 Pgs (N) 743123 WB, have changed my name from Mahua Moulick to Mohua Moulik vide affidavit number 83AB474411 dated 05/10/2023 before First Class Judicial Magistrate at Barrakpore Court.

CHANGE OF NAME

I, Priansha Moulik D/o 717502L Ex-Sgt. Sabyasachi Moulick residing at Bhatpara 24 Pgs (N) 743123, WB, have changed my name from Priansha Moulik to Priyansha Moulik vide Affidavit number 83AB477354 dated: 05/10/2023 before First class Judicial Magistrate at Barrakpore court.

CHANGE OF NAME

I, 717502L Ex-Sgt. Sabbya Sachi Moulick S/o Lt Gouri Kanto Moulick residing at Bhatpara 24 Pgs (N) 743123, WB, have changed my name from Sabbya Sachi Moulick to Sabyasachi Moulick vide Affidavit number 83AB477355 dated: 05/10/2023 before First class Judicial Magistrate at Barrackpore court.

CHANGE OF NAME

I, RAJU ADHIKARI S/O Bishnu Prasad Adhikari resident of 128, Kalipur Kacha Road, L.P. 167/16/1/1 GR-FR-01-02, Kolkata - 700082 hereby declare vide affidavit No. 5580 dated 24.09.2023 filed in the court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore that KRISHIKA ADHIKARI is my daughter and her actual and correct name is KRISHIKA ADHIKARI but inadvertently her name has been recorded as RUHI ADHIKARI in her Aadhar card and birth certificate. KRISHIKA ADHIKARI and RUHI ADHIKARI is the same and one identical person. The purpose of this affidavit is to change her name and record the correct name i.e. KRISHIKA ADHIKARI in her Aadhar card and Birth certificate issued by KMC.

Name Change

I, Sabitri Maurya, W/O Deepak Maurya residing at 38/5 Fakir Bagan Lane, P.O.- Howrah, P.S.- Golabari, Howrah-711101 hereby solemnly affirm that Sabitri Debi Hela and Sabitri Maurya are same and one idendtical person and my correct and original date of birth is 25.07.1994 vide an affidavit in the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at howrah on 20.02.2024.

Name Change

I, Deepak Maurya, S/O Muni lal Hela residing at 38/5 Fakir Bagan Lane, P.O.- Howrah, P.S.- Golabari, Howrah-711101 hereby solemnly affirm that Deepak Kumar Hela and Deepak Maurya are same and one idendtical person and my correct and original date of birth is 02.06.1994 vide an affidavit in the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at howrah on 20.02.2024.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Sajib Saha son of Sonjoy Saha is applying to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs for naturalization and that any person who knows any reason why naturalization should not be granted should send a written signed statement of the facts to the said Secretary.

নোটীশ

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন) তৃতীয় আদালত
জে. মিশ নং - ২৪/২০১৭ D/F- ১০/০৫/২০২৪
সৈয়দ মুরসেদ আলি দীং ....দরখাস্তকারী
বনাম
সারবিনা বিবি দীং ....প্রতিপক্ষ

১ (সি) তৌমুনা বিবি, স্বামী - সেখ আলমাস, ১ (ডি) আফলিমা বিবি, স্বামী - সেখ জানে আলম, সাং - বৈচা, পোঃ ও থানা -এগরা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর ....প্রতি

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র আদালতে সৈয়দ মুরসেদ আলি, পিতা মৃত খুরসেদ আলি, সাং ও পোঃ ও থানা -মোহনপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর দীং দরখাস্তকারীগণ আপনাদের বিরুদ্ধে সন ২০১৭ সালের ২৪ নং জে. মিশ মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমা আগামী ইং -১০/০৫/২০২৪ তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত মোকদ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কোনও আপত্তী থাকিলে ধার্য্য দিনে বা তৎপূর্বে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আপনাদের অসাক্ষাতে আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

আদেশানুসারে
Sumita Saren Das সেরেস্তাদার,
সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন তৃতীয় আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর তারিখ - ০২/০৪/২০২৪

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩রা এপ্রিল। ১৪ই চৈত্র।বুধবার। নবমী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টত্তরি বৃহস্পতির বিংশোত্তরী রবির মহাদশা। মৃতে দোষ দ্বীপাদ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে ।ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে উ কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি-বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। উ সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যয় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী উ হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি।নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা উ আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন উ মতামত না দেওয়া শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে উ আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কথায় ভুলিয়ে বৃদ্ধার গলা থেকে হার ছিনতাই হাওড়ায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছেলের বন্ধুর নাম বলে কাঠের মিস্ত্রি সেজে কথায় ভুলিয়ে বৃদ্ধার গলার হার ছিনতাইয়ের অভিযোগ। এমন ঘটনায় হতবাক সকলেই। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকাল সওয়া ১১ নাগাদ পোদরা নতুন পল্লিতে। বৃদ্ধার দাবি, তাঁর গলায় থাকা লক্ষাধিক টাকার সোনার চেন খোওয়া গিয়েছে। সন্দেহের তির কাঠমিস্ত্রি পরিচয়ে বাড়িতে ঢোকা যুবকের বিরুদ্ধে।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বৃদ্ধার বাড়িতে এসে ওই যুবক নিজেকে বৃদ্ধার ছেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে জানান। নিজেকে পরিচয় দেন কাঠের মিস্ত্রি বলে। বৃদ্ধার বাড়ির একটি কাঠের শোকেস দেখে সেই মতো পাশের বাড়ির একজনের শোকেস বানাবেন বলে জানান। ছেলের বন্ধুর নাম নেওয়াতে ওই যুবকের উপর বিশ্বাস করেন বৃদ্ধা সিংহলতা সাউ(৭০)। বাড়িতে ঢোকার পর বৃদ্ধার সঙ্গে গল্প করছিলেন ওই যুবক। আচমকাই বৃদ্ধা বুঝতে পারেন তাঁর গলার প্রায় দেড় ভরির সোনার হার নেই। অভিযোগ, তিনি গলায় হাত দিয়ে গলায় সোনার চেন নেই বলে ওই যুবককে বলতেই সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল নিয়ে চম্পট দেন ওই যুবক । সিংহলতা দেবীর স্বামী চেঁচামেচির পর আশপাশের লোকজন বেরিয়ে আসেন, যদিও ততক্ষণে ওই যুবক এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। বৃদ্ধার ছেলে সঞ্জীব সাউ হাওড়া কোর্টের আইনজীবী। তিনি জানান, ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। বৃদ্ধার বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও তা বন্ধ ছিল বলে জানা যাচ্ছে। প্রতিবেশী অতসী মাঝি জানান, এই ধরনের ঘটনা এলাকায় প্রথম , ঘটনাতে যথেষ্ট আতঙ্কে আছি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি টাকায় পার্টি চালান: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'মমতা ব্যানার্জি সরকারি পয়সা দিয়ে পার্টি চালান।' মঙ্গলবার সকালে জগদ্দলের মাদ্রালে বজরংবলী মন্দিরে শক্তি দেবের কাছে পুজো দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, লাগাতার আন্দোলনের জেরে সন্দেশখালিতে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে লদী ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা ঢোকা বন্ধ হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এপ্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি পয়সা দিয়ে দল চালান। গরিব মানুষজনকে উনি চাকর ভাবেন।' বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদের কথায়, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে সকলেরই। কিন্তু আন্দোলন করার জন্য সন্দেশখালিতে যদি লদী ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাহলে এটা ঠিক কাজ নয়। কারণ, সরকারি প্রকল্প তো মানুষের জন্যই করা। মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বিজেপি প্রার্থী বলেন, 'বজরংবলী সংকটমোচন করে থাকেন। অসুর শক্তি নাশের জন্য শক্তি দেবের কাছে আশীর্বাদ নিতে এসেছি।' এদিন তিনি বলেন, 'বজরংবলী পুকুর চুরি, বালি চুরি, চাকরি চুরি সবকিছুর ওপর নজর রাখছেন। ঠিক সময়ে উনি ব্যবস্থাও নেবেন।' বজরংবলী মন্দির থেকে বেরিয়ে এদিন তিনি ভাটপাড়া মোড়ে ফক্কড় নাথ শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করেন।

এবার মহুয়ার বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের মামলা দায়ের ইডির

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: আরও বিপাকে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। বহিষ্কৃত সাংসদের বিরুদ্ধে এবার আর্থিক তছরুপের মামলা দায়ের করল ইডি। মহুয়ার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিদেশি মুদ্রা আইন বা ফেমা-র অধীনে মামলা চলছে।

টাকার বদলে প্রশ্ন মামলায় মহুয়ার বিরুদ্ধে তদন্ত করছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইতিমধ্যেই কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ এনেছে। সিবিআইয়ের আনা সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এবার মামলা দায়ের করল ইডি। গত সপ্তাহেই টাকার বদলে প্রশ্ন মামলায় মহুয়াকে সমন পাঠায় ইডি। তিনি সেই সমনে সাড়া না দিয়ে ভোটপ্রচারে মগ্ন ছিলেন। এবার নয়া মামলা দায়ের করে মহুয়ার উপর চাপ আরও বাড়াল ইডি।

সংসদে টাকার বিনিময়ে আদানি বিরোধী প্রশ্ন তোলার অভিযোগে খারিজ হয়েছে মহুয়ার সাংসদ পদ। এনিয়ে তদন্ত করছে ইডি। আর সেই মামলায় এর আগে মহুয়া মৈত্রকে দিল্লির দপ্তরে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারীরা। বেশ কিছু নথিপত্র চেয়ে তাঁকে তলবও করা হয়েছে একাধিকবার। কিন্তু হাজিরা এড়িয়েছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী।

ভোটের আগে জলের দাবিতে হাওড়াতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে দাবদাহের সতর্কতা জারি হয়েছে। চৈত্র মাসের মাঝখানে গরম পড়তেই জলের জন্য হাহাকার হাওড়া পুর এলাকায়। যার জেরে মঙ্গলবার সকালে মধ্য হাওড়ার নেতাজি সুভাষ রোডে কালী কুণ্ডু লেন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় পথ অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান। বিশেষ করে মহিলারা এদিন বিক্ষোভ দেখাতে পথে নামেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গরম পড়তেই জল সঙ্কট দেখা দিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকায়। সামান্য জল যেটুকু সময়ে আসে তাতেও জলে পোকামাকড় মেলে। যা পান করার অযোগ্য। খোদ মন্ত্রীর ওয়ার্ডেই এই তীব্র জল সঙ্কটের জেরে অবরোধের খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এলাকার প্রাক্তন পুর প্রতিনিধি এবং মেয়র পারিষদ সদস্য শ্যামল মিত্র। তিনিও স্বীকার করে নেন স্থানীয়দের অভিযোগে যথার্থতা আছে। যদিও পুরসভা মঙ্গলবার এই বিষয়ে সমস্যা মেটানোর জন্য কাজ শুরু করেছে। এদিন খবর পেয়ে পৌর প্রযুক্তিবিদরাও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। দীর্ঘক্ষণ অবরোধের পর পুর কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। তবে অবরোধের জেরে সকালে অফিস টাইমে তীব্র যানজট ছড়িয়ে পড়ে। সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ।

বোলপুর লোকসভায় এবার নজর বিজেপি প্রার্থী পিয়ার ওপর

প্রথম পাতার পর

এদিকে তিহারে বন্দি কেষ্ট। ফলে 'কেষ্ট গড়' বোলপুরের হাওয়া এখন অনেকটা বদলেছে বলে মত বিজেপির। কমেছে জোড়াফুলের দাপট। সম্ভবত এই ভরসাতেই কেষ্টর অনুপস্থিতিতে এই আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী করেছে গৃহবধূ পিয়া সাহাকে। একুশের ভোটে পরাজিত হওয়ার পরে সেভাবে সক্রিয় বিজেপির কোন কর্মসূচিতেও অংশ নেননি পিয়া। পার্টির কোনও পদাধিকারীও নন তিনি। ফলে পিয়ার এবারের পারফরম্যান্স দেখার জন্য মুণিয়ে সকলে। তবে পিয়ার নাম ঘোষণার পরই অশান্তির কালো মেঘ দেখা দিয়েছে বিজেপির অন্দরেই। নাম না করেই প্রার্থী হিসেবে তাঁকে 'দুর্বল' তকমা দিয়েছেন বিজেপিরই অপর নেতা অনুপম হাজরা আর তাঁর অনুগামীরা। শুধু তাই নয়, দুর্বল প্রার্থী দেওয়ার পিছনে তৃণমূল-বিজেপির আঁতাত থাকতে পারে বলেও দাবি করেন তিনি।

এদিকে জয়ের ব্যাপারে প্রত্যয়ী তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল। তিনি জানান, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে নানা উত্থান-পতনের সাক্ষী তিনি থেকেছেন। কখনও মানুষ তাঁকে ভোটে জিতিয়ে তাঁদের প্রতিনিধি করেছেন, কখনও প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু মানুষের পাশ থেকে কখনও সরে তিনি যাননি। আর সেই কারণে ২০১৯-এ বোলপুর লোকসভা আসনে বিপুল ভোটে জয়ী করে দিল্লিতে পাঠিয়েছেন জনতা জনার্দন। সঙ্গে এও জানান, স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী তিনি। আর সেই কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কখনও আঙুল তুলতে পারেনি।

এদিকে রাজনৈতিক মতাদর্শের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোটে লড়বেন পরপর চারবার প্রার্থী হওয়া বিশ্বভারতীর রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ দলুই। এবারও হাল ছাড়ছেন না তিনি। ২০০৪ সালে ৩৪ বছরের যুবক প্রথম প্রার্থী হয়েছিলেন বোলপুর কেন্দ্র থেকে। প্রতিপক্ষ ছিলেন প্রয়াত সিপিএম প্রার্থী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। সেবার সাকুল্যে ভোট পেয়েছিলেন ৫৫১৫টি। ২০০৯ সাল, ২০১৪ সাল ও ২০১৯ সালেও ভোটে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিজয়। জামানত বাজেয়াপ্ত হলেও তিনি লড়ে চলেছেন দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে, কর্মীদের মনোবল বাড়াতে। এসইউসিআই প্রার্থী বিজয়কৃষ্ণ দলুই বক্তব্য, 'সমাজটা ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সমাজ পরিবর্তন দরকার। অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তি বাড়ানোর জন্যই সর্বস্ব দিয়ে ভোটযুদ্ধে লড়াই চলবে।' তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, ২০২৪-এ বোলপুরের মাটিতে ভোটযুদ্ধ হবে মূলত তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যেই। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের ট্রেন্ড তৃণমূল বজায় রাখতে পারে কি না এখন সেটাই দেখার।

গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণে কর ছাড় প্রকল্পে ১৫৬ কোটি রাজস্ব আয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণের জন্য কর ছাড় প্রকল্পকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার ১৫৬ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে। গত ৩১ মার্চ এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আড়াই লক্ষের বেশি গাড়ি মালিকের সুবিধা নিয়েছেন বলে পরিবহণ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যজুড়ে সমস্ত ব্যক্তিগত এবং বাণিজ্যিক গাড়ির পুনর্নবীকরণ না হওয়া সার্টিফিকেট অফ ফিটনেস, বকেয়া কর এবং পারমিটের জন্য ১ জানুয়ারি থেকে বিশেষ কর ছাড় বা ওয়েভার স্কিম চালু করেছিল রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে গত বছর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া থাকা কর মেটানোর ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়। নির্ধারিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে বকেয়া মিটিয়ে দিলে জরিমানার ওপরও ছাড়ের সুযোগ ছিল। ৩১ মার্চের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দুই খাতের বকেয়া মেটালে গাড়ির মালিককে জরিমানার ৮০ শতাংশ মকুব করা হয়েছে।

পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি এই প্রকল্প চালু হওয়া পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে কর খেলাপি বা ফিটনেস সার্টিফিকেট নবীকরণ না হওয়া গাড়ির সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ। শুধু কর খেলাপি গাড়ির সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৭০ হাজার। যার প্রায় ৩৫ শতাংশ পণ্যবাহী গাড়ি। ফলে সহজেই অনুমান করা যায় কী বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল রাজ্য, ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ক্ষেত্রের। এখনও পর্যন্ত ৭০ হাজার গাড়ি বকেয়া সিএফ খাতে টাকা মিটিয়ে কাগজপত্র বৈধ করিয়েছেন। একই ভাবে পথকর বকেয়া রাখার তালিকায় ছিল ৮ লক্ষ ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক গাড়ি। তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৯০ হাজারের বেশি গাড়ির মালিক সুদ ও জরিমানায় ছাড়ের সুযোগ নিয়েছেন। অন্যদিকে, পারমিট রিনিউ বকেয়া রাখা ৩৫ হাজার গাড়ির মধ্যে ১০ হাজার মালিক তা করিয়ে নিয়েছেন।

গ্রাহকদের জন্য ডাক আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডাক বিভাগ এরাজ্যের গ্রাহকদের জন্য ডাক আদালত বসাতে চলেছে। এ রাজ্যের পাশাপাশি আন্দামান ও নিকোবর এবং সিকিমের গ্রাহকরাও এতে অংশ নিতে পারবেন। আগামী ২৬ এপ্রিল সকাল সাড়ে ১১টায় ডাক বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের সদর দপ্তর যোগাযোগ ভবনে এই আদালত বসবে। অনলাইনেই গ্রাহকরা এতে অংশ নিতে পারবেন। ডাক বিভাগের বিরুদ্ধে গ্রাহকদের দীর্ঘদিন ধরে জমা থাকা অভিযোগ নিয়ে এই আদালতে নালিশ জানানো যাবে।

জমি-বাড়ি রেজিস্ট্রেশনে হ্যাটট্রিক রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেকর্ড সংখ্যায় জমি-বাড়ি রেজিস্ট্রেশনের হ্যাটট্রিক করল রাজ্য। লাগাতার তিনবছর ২০ লক্ষের বেশি সম্পত্তি নথিভুক্ত হল এরাজ্যে। রাজ্য সরকারের তরফে স্ট্যাম্প ডিউটিতে ২ শতাংশ ছাড় দেওয়ার পর থেকেই জমি-বাড়ির রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার এসেছে।

রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষ পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনের পরিমাণ ছিল গড়ে ১৫ লক্ষ থেকে ১৬ লক্ষ। কোভিড পরিস্থিতিতে অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি রাজ্যেও জোর ধাক্কা খেয়েছিল আবাসন শিল্প। পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে জমি-বাড়ির রেজিস্ট্রেশনে স্ট্যাম্প ডিউটিতে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। কোভিডের সময় ২০২০-২১ সালে ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এই ছাড়ের মেয়াদ আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়িয়েছে রাজ্য। এই সিদ্ধান্তের কারণেই ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ২০ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮১৪টি রেজিস্ট্রেশন হয়। ২০২২-২৩ সালে ২২ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৭৫ এবং সদ্য সমাপ্ত ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মোট ২০ লক্ষ ২৩ হাজার ৯৪০টি রেজিস্ট্রেশন হয়।

প্রশাসনের দাবি, এর আগে কখনও টানা তিনবছর ২০ লক্ষের বেশি রেজিস্ট্রেশনের রেকর্ড নেই। রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ রাজ্যের রাজস্বও। সদ্য সমাপ্ত অর্থবর্ষে এই খাতে রাজ্যের কোষাগারে এসেছে ৬,১৮৫ কোটি টাকা। সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে দুর্গাপুজোর আগে, সেপ্টেম্বরে ৬৯২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। কোভিডের আগের তুলনায় বছরে অন্তত পাঁচ লক্ষ রেজিস্ট্রেশন বেড়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে কলকাতা মেট্রোয় সওয়ার হয়েছিলেন ১৯.২৫ কোটি মানুষ, জানাল কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা মেট্রো রেল সূত্রে খবর, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মেট্রো রেল ১৯.২৫ কোটি যাত্রী পরিবহণ করেছে। ২০২২-২৩ সালে এই যাত্রী সংখ্যা ছিল ১৭.৬৯ কোটি। অর্থাৎ, ২০২৩-২৪ এ যাত্রী সংখ্যা বেড়েছে ৮.৮২ শতাংশ। বর্তমানে ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনে মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে।

এর মধ্যে কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইন সম্প্রতি সমাপ্ত আর্থিক বছরে অর্থাৎ ১৭.৯৪ কোটি যাত্রী বহন করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যাত্রী নথিভুক্ত হয়েছে দমদম স্টেশনে, যার সংখ্যা ১.৯৬ কোটি। তারপরে রয়েছে এসপ্ল্যানেড স্টেশন, ১.৩২ কোটি এবং রবীন্দ্র সদন স্টেশন, ১.২৪ কোটি।

অন্যদিকে, গ্রিন লাইন ২০২৩-২৪ সালে ১.২২ কোটি যাত্রী বহন করেছে। এর মধ্যে সর্বাধিক যাত্রী শিয়ালদহ স্টেশনে রেকর্ড করা হয়েছে। এই সংখ্যাটি হল ৪৯.৭৮ লক্ষ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ যাত্রী সংখ্যা রেকর্ড করা হয়েছে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ স্টেশনে। সংখ্যার নিরিখে ২১.৫৬ লক্ষ। এরপর রয়েছে করুণাময়ী স্টেশন। যেখানে ১২.০৮ লক্ষ যাত্রী রেকর্ড করা হয়েছে।

কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইন গত অর্থবছরে ১.৩৪ লক্ষ যাত্রী বহন করেছে। যেহেতু মেট্রো রেল হুগলি নদীর নিচে চলাচল শুরু করেছে এবং নতুন আর্থিক বছরে নতুন করিডোর চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে, তাই এই আর্থিক বছরে মেট্রো রেলের যাত্রী সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা করছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩ এপ্রিল ২০২৪ ২০ চৈত্র ১৪৩০ বুধবার

হাসপাতালে মৃত্যু আরও এক যুবকের
গার্ডেনরিচের ঘটনায় মৃত বেড়ে ১৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে পড়ে আহত হয়েছিলেন মইনুল হক নামে বছর তেইশের এক যুবক। চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মঙ্গলবার এসএসকেএম হাসপাতালে মৃত্যু হল তাঁর। ফলে গার্ডেনরিচের বহুতল বিপর্যয়ের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ১২ থেকে বেড়ে হল ১৩।

গার্ডেনরিচের বেআইনি বহুতল ঝুপড়ির ওপর ভেঙে পড়ায় ঘটনায় কলকাতা জুড়েই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। গত ১৭ মার্চ, রবিবার রাতে গার্ডেনরিচের একটি নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ে পাশের ঝুপড়ির উপর। ১৮ মার্চ থেকে মইনুল এসএসকেএমে ভর্তি ছিলেন। দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে তাঁকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল স্থানীয় হাসপাতালে। সেখান থেকে এসএসকেএমে স্থানান্তরিত করা হয়। সোমবার রাতে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হতে শুরু করে। মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যু হয়েছে। গার্ডেনরিচের ভেঙে পড়া বহুতল বেআইনি ভাবে তৈরি করা হয়েছিল বলে স্বীকার করে নিয়েছেন খোদ মেয়র তথা ওই এলাকার বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম।

কেন এমন বহুতল বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটল, তা জানতে ইতিমধ্যে সাত সদস্যের কমিটি গড়েছেন ফিরহাদ। স্থানীয় কাউন্সিলরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে এই ঘটনায়। তবে ফিরহাদ তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছেন। তিন ইঞ্জিনিয়ারকে শোকজও করা হয়েছে। অন্য দিকে, নিজেদের মতো করে বহুতল ভেঙে পড়ার কারণ জানতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করেছে কলকাতা পুলিশ।

টেট পরীক্ষার প্রশ্নে ভুল নিয়ে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২২ সালের প্রাথমিকের টেট পরীক্ষার প্রশ্ন ভুল বিতর্কে পর্ষদের রিপোর্ট জমা পড়ল হাইকোর্টে। এরপরই প্রতিটি প্রশ্ন ধরে বিশেষজ্ঞদের মতামত সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের। মোট ১৫০ প্রশ্নের মধ্যে এতগুলি ভুল বা বিতর্কিত প্রশ্ন নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করতেও দেখা গিয়েছে বিচারপতিকে।

মঙ্গলবার এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ভুলের অভিযোগ বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত ২৩ টি প্রশ্ন ভুল বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অবস্থায় মামলাকারী সমস্ত পক্ষকে এক জায়গায় বসে একই অভিযোগগুলো এক জায়গায় আনার নির্দেশও এদিন দেওয়া হয় আদালতের তরফ থেকে। সেক্ষেত্রে অভিযোগের স্বপক্ষে যে সব বই বা নথি আছে সেগুলি এক জায়গায় এনে একটি তালিকা করে সেই তালিকা পর্ষদকে দিতে হবে। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়, পর্ষদকে এই তালিকা তার বিশেষজ্ঞদের দিয়ে দেখিয়ে মতামত নিতে হবে। এরপরে এইসব প্রশ্ন নিয়ে তাদের রিপোর্ট দিতে হবে পর্ষদকে। শুধু তাই নয়, প্রতি প্রশ্ন ধরে ধরে পর্ষদ বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং তার ভিত্তি কী তা জানাতে হবে লিখিত ভাবে। পরের তিন সপ্তাহের মধ্যে ওই রিপোর্ট দিতে হবে আদালতে। আদালত মনে করে, প্রশ্ন ও উত্তর ক্ষেত্রে কোনও স্টেটে 'জ্যাকেট ফর্মুলা' হতে পারে না। এটা একেক রাজ্য বা দেশ ভেদে অর্থ বদল হয়। তাই কোর্ট নিজেও এক্সপার্টদের মতামত জানতে চায়। আর এই প্রসঙ্গেই আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, এই ২৩ বিতর্কিত প্রশ্নের বাইরে নতুন করে আর কোনও প্রশ্ন নিয়ে অভিযোগ তোলা যাবে না।

উল্লেখ্য, বিগত ২০২২ সালের প্রাথমিক টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ১৫টি প্রশ্নে বিভ্রান্তি রয়েছে বলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন পরীক্ষার্থী মৌসোনা মিত্র সহ আরও বেশ কয়েকজন। পরীক্ষার্থীদের দাবি ছিল, ওই প্রশ্নগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন ভুল ছিল। ভুল প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য পরীক্ষার্থীদের নম্বর দেওয়ার আবেদনও জানানো হয়েছে আবেদন পত্রে। অভিযোগের ভিত্তিতে ভুল প্রশ্নের সংখ্যা বেড়ে হল ২৩টি।

এদিকে বিগত ২০২২ সালের টেট পরীক্ষার প্রশ্ন ভুলের বহর বাড়ছে। প্রথমে ১৩, তারপর ১৫, পরে ২১ টির শেষে এবার ওই পরীক্ষার ২৩টি প্রশ্ন ভুল ছিল বলে দাবি করে নতুন মামলা দায়ের হল। মোট ১৫০ তো প্রশ্নের মধ্যে এতগুলি প্রশ্ন ভুল নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বক্তব্য জানতে চাইলো হাইকোর্ট। পর্ষদের বক্তব্য, এক্সপার্টদের কাছে ওই সব প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। এরপরই বিচারপতি জানান, ফের বিশেষজ্ঞদের কাছে বিতর্কিত প্রশ্নগুলি পাঠিয়ে আরও বিস্তারিতভাবে সেইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হবে তা জানানো হোক।

৬৩-তে পা রাখলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ৬৩-তে পা রাখলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। মঙ্গলবার তাঁর জন্মদিনে জগদ্দলের মজদুর ভবনে অনুগামীরা ও শুভানুধ্যায়ীরা সকাল থেকেই তাঁদের প্রিয় নেতাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে আসেন। প্রচারের ফাঁকে এদিন তিনি একাধিকবার কেকও কেটেছেন। তবে দলীয় কর্মী থেকে শুরু করে শুভানুধ্যায়ী ও অনুগামীদের শুভেচ্ছা বার্তা পেয়ে আপ্লুত অর্জুন সিং।

রাজনৈতিক পরিবারে তাঁর জন্ম। বাবা প্রয়াত সত্য নারায়ণ সিং ছিলেন বিধায়ক। অল্প বয়সেই তাঁর রাজনীতিতে হাতেখড়ি। শ্রমিক মহল্লার মাটিতে বেড়ে ওঠার কারণে শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা তিনি অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারেন। সেই কারণে শ্রমিকদের স্বার্থে মাঝে মধ্যেই মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁকে সুর চড়াতেও দেখা যায়। বাম জমানায় শিল্পাঞ্চলের মাটিতে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক ছিলেন তিনিই। কাউন্সিলর থেকে বিধায়ক, বিধায়ক থেকে তিনি সাংসদও হয়েছেন। রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এখনও তিনি ব্যারাকপুরের মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। ভরা বাম জমানায় সিপিএমের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই ২০০১ ও ২০০৬ তিনি বিধায়ক হয়েছেন। ইতিহাস বলছে, তৎকালীন সময়ে ঘাসফুলের অনেক নেতাকেই দূরবীন দিয়ে হয়তো খুঁজতে হত। সিপিএমের হাতে দলীয় কর্মী আক্রান্তের খবর পেলেই তাঁর পাশে গিয়ে তিনি দাঁড়াতেন। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেন। আর পদ্ম প্রতীকে দাঁড়িয়ে তৃণমূল প্রার্থীকে তিনি পরাস্তও করেন। তৃণমূল সুপ্রিমো ও দলের সাধারণ সম্পাদকের ডাকে সাড়া দিয়ে ফের তিনি পুরানো দলে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ঘটনার সেই পুনরাবৃত্তি হল। ২০২৪ সালের নির্বাচনেও তাঁকে টিকিট দেওয়া হল না। ফের তিনি গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন। বাংলার নজরকাড়া ব্যারাকপুর কেন্দ্রে থেকে ফের অর্জুন সিংয়ের ওপর আস্থা রাখলেন মোদি-শাহ।

মঙ্গলবার তাঁর জন্মদিনে যেমন তিনি একরাশ শুভেচ্ছা বার্তা পেলেন। তেমনি সংসদীয় ক্ষেত্রের এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত চুটিয়ে তিনি ভোট প্রচারও সারলেন। যদিও দলীয় কার্যকর্তা ও অনুগামীদের তরফে আয়োজিত তাঁর জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠানেও প্রচারের ফাঁকে তিনি সমবেত হলেন। সারলেন জনসংযোগও। তবে জয়ের ব্যাপারে একশো শতাংশ আশাবাদী তিনি।

উচ্চ মাধ্যমিকে এবার এআই, ডেটা সায়েন্স নিয়ে পড়ার সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম মেধা ও ডেটা সায়েন্স বিষয় চালু করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ । অ্যাপ্লায়েড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও সাইবার সিকিউরিটি , এই দুটি নতুন বিষয় চালু করতে চলেছে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে। এছাড়া, এই মুহূর্তে মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ও কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ের পাঠ্যক্রমকে সময়োপযোগী করে তোলা হয়েছে।

প্রযুক্তিগত বিষয়গুলিকে নিয়ে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক, এমন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করতে এবার এই সংক্রান্ত স্বল্পমেয়াদী কোর্স করানোর পরিকল্পনা করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। 'বুটস্ট্র্যাপ প্রোগাম' নামের এই কোর্সটি সম্পর্কে অধীনস্থ সব স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের জানিয়ে সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সংসদ। স্কুলগুলিকে এই কোর্সটি ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্র্যাকটিক্যাল ও থিওরি মিলিয়ে মোট ১৪টি দেড় থেকে দুঘণ্টার ক্লাস থাকবে এই কোর্সে। সংসদের লক্ষ্য, এই কোর্সের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি নিয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহী পড়ুয়াদের কম্পিউটার সায়েন্স সম্পর্কিত বেসিক টার্মসের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো এবং তাদের মধ্যে বিষয়গুলির গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ও পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করা। তবে, কোর্সটি করানো বাধ্যতামূলক নয় বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পণ্য পরিবহণে গতি আনতে নদীর তলা দিয়ে যান চলাচলের উদ্যোগ পোর্ট ট্রাস্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গঙ্গার নীচ দিয়ে ছুটছে মেট্রো। আগামীদিনে নদীর তলা দিয়ে যান চলাচলের ব্যবস্থা গড়ে তোলারও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এই শহরে। নেপথ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর কর্তৃপক্ষ। সূত্রে খবর, পোর্ট ট্রাস্টের উদ্যোগে গঙ্গার তলদেশে তৈরি হবে নতুন টানেল। সেখান দিয়েই চলাচল করবে যানবাহন। মূলত পণ্যবাহী গাড়িগুলি চালানোর জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর কর্তৃপক্ষ গঙ্গার নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করতে চাইছে। এই বিষয়ে সংস্থার এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, ওই টানেল নির্মাণের জন্য বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সেই ডিপিআর তৈরি হয়ে গেলেই করা হবে পরবর্তী পদক্ষেপ। উল্লেখ্যে বেলজিয়ামের অ্যান্টোয়াপ বন্দরে নদীর তলা দিয়ে এই ধরনের একটি টানেল রয়েছে। সেই মডেলকে সামনে রেখেই গঙ্গার নীচেও সুড়ঙ্গ তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, কয়েক বছর আগে গঙ্গার তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সেই জন্য সমীক্ষাও করানো হয় একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে দিয়ে। সমীক্ষার রিপোর্ট আসার পর বর্তমানে ডিপিআর তৈরির কাজ চলছে। এরপর প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ডাকা হবে টেন্ডার। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ৬ লেনের ওই টানেল তৈরি করতে খরচ হবে ২ হাজার কোটি টাকা। টানেলের মোট দৈর্ঘ্য হবে ১.৫ কিলোমিটার, তার মধ্যে ৮০০ মিটার থাকবে গঙ্গার নীচে। কলকাতা বন্দরের নেতাজি সুভাষ ডক সংলগ্ন এলাকা থেকে টানেলটি হাওড়ার শালিমার-বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে উঠবে।টানেল থেকে বের হওয়ার পর পণ্যবাহী গাড়িগুলি কোনা এক্সপ্রেসওয়ের দিকে এগিয়ে যাবে। ফলে টানেলটি তৈরি হলে বন্দরে আসা ট্রাকগুলিকে আর খিদিরপুর এলাকার রাস্তা ব্যবহার করতে হবে না।

এদিকে কলকাতা বন্দরে যে সমস্ত পণ্যবাহী লরি যাতায়াত করে, সেগুলির বেশিরভাগই বিদ্যাসাগর সেতু ব্যবহার করে। কলকাতা শহরে বড় পণ্যবাহী ট্রাক চলাচলের ক্ষেত্রে বেশকিছু বিধিনিষেধ আছে। দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে শহরের রাস্তা দিয়ে বড় ট্রাক চালানো যায় না। বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে রাতে ট্রাক ও লরিগুলিকে ছাড়া হয়। এরপর রাতে প্রচুর ট্রাক একসঙ্গে চলাচল শুরু করলে তৈরি হয় যানজট। সেক্ষেত্রে গঙ্গার তলা দিয়ে টানেল তৈরি হলে এই সমস্যা থাকবে না। বরং অনেক দ্রুত ট্রাকগুলি বন্দরে ঢুকতে এবং বের হতে পারবে। ফলে আরও গতি আসবে পণ্য পরিবহণে।

রাতের শহরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কলকাতার একবালপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাতের শহরে আগুন আতঙ্ক কলকাতায়। সোমবার মাঝরাতে হঠাৎ-ই আগুন লাগে একবালপুরের এক বহুতল আবাসনে। আর এই আগুনের জেরেই কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা একবালপুর এলাকা। পরে দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।দমকল সূত্রে খবর, সোমবার মধ্যরাতে ডায়মন্ড হারবার রোড সংলগ্ন একবালপুর এলাকার একটি বহুতলের একেবারে উপরের তলায় আগুন লেগে যায়। আগুন লেগেছে বুঝতে পেরেই সেখানকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে দ্রুত নীচে নেমে আসেন। প্রাথমিকভাবে আবাসনের যে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা রয়েছে তা দিয়েই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন স্থানীয়রা এবং ওই বহুতলের বাসিন্দারা। এদিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। কীভাবে আগুন লেগেছে তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে দমকল। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'রাতে আমরা দেখতে পাই একদম উপরের ফ্ল্যাটে আগুন লেগে গিয়েছে। দাউদাউ করে জ্বলছিল। তারপরই আমরা নীচে নেমে আসি।'

পুলিশের বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগ, আদালতের দ্বারস্থ আরাবুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগ তুলে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ আরাবুল ইসলাম। আরাবুলের দাবি, নির্বাচনের আগে পুলিশ অতি সক্রিয়। পুলিশ অতি সক্রিয় হয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে আরাবুলকে। এই মর্মেই মামলা দায়ের করার আবেদন জানানো হয়। এই মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এর কারণ হিসাবে তাঁর আইনজীবী আদালতে উল্লেখ করেন, গ্রেপ্তার করার পর আরও দুটো মামলায় যুক্ত করা হয়েছে আরাবুলকে। তখনই কলকাতা পুলিশের কাছে জানতে চাওয়া হয় মোট কটা কেস রয়েছে ভাঙড়ের এই তৃণমূল নেতার নামে। তবে এর কোনও সদুত্তর মেলেনি কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। আর সেই কারণেই আদালতের দারস্থ হন আরাবুল ইসলাম। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ৪ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

> **পুলিশ অতি সক্রিয় হয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে আরাবুলকে। এই মর্মেই মামলা দায়ের করার আবেদন জানানো হয়। এই মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এর কারণ হিসাবে তাঁর আইনজীবী আদালতে উল্লেখ করেন, গ্রেপ্তার করার পর আরও দুটো মামলায় যুক্ত করা হয়েছে আরাবুলকে। তখনই কলকাতা পুলিশের কাছে জানতে চাওয়া হয় মোট কটা কেস রয়েছে ভাঙড়ের এই তৃণমূল নেতার নামে। তবে এর কোনও সদুত্তর মেলেনি কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। আর সেই কারণেই আদালতের দারস্থ হন আরাবুল ইসলাম। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ৪ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা।**

পুরনো বাড়ির একাংশ ভাঙল বৌবাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার বউবাজারে ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ির একাংশ । রামকানাই অধিকারী লেনে একটি বাড়ি ভাঙার কাজ চলছিল। মঙ্গলবার সকালে কাজ চলাকালীন পাশের বাড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শীল লেনে অবস্থিত ৭ নম্বর বাড়ি। সেটিকে ভাঙার কাজ চলছে বিগত প্রায় ৬ মাস। প্রোমোটিংও চলছে। এরপর মঙ্গলবার সকালে পাশের লাগোয়া বাড়ি ৬ বাই ১ এর বাসিন্দারা খুব ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার শধ শুনতে পান। ধুলোয় ভরে যায় গোটা এলাকা। পরে দেখা যায়,৭ নম্বর এবং ৬ বাই ১ নম্বর বাড়ির মধ্যেকার কমন ওয়াল এবং পিলারের একাংশ ভেঙে ফেলেছে প্রোমোটার নিযুক্ত ঠিকাদার সংস্থা। ফলে ৬ বাই ১-এর এই তিনতলা বাড়িটিও কেঁপে ওঠে।

বৌবাজার এলাকায় এই পুরনো বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ার ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগের আঙুল তুললেন পুরনো ওই বাড়ির লাগোয়া বাড়িতে প্রোমোটারির কাজের দিকেই। তাঁরা জানান, মঙ্গলবার সকাল থেকেই সেই বাড়িটি ভাঙার কাজ চলছিল। ভাঙাভাঙির কাজ চলাকালীনই মিস্ত্রিরা তাঁদের বাড়ির দেওয়ালে আঘাত করেন। সেই কারণেই পুরনো এই বাড়িটির একাংশ ভেঙে পড়ে যায় বলে অভিযোগ। একইসঙ্গে তাঁরা এও জানান, তাঁদের তরফে পাশের বাড়িটিতে যে প্রোমোটারির কাজ চলছিল, তাঁদেরকে সাবধানে কাজ করার জন্য বলা হয়েছিল। তবে তাঁরা কথা শোনেনি। এরপর অসাবধানতাবশত কাজ করার কারণে এমন অবস্থা হল বলে দাবি করেন তাঁরা।

কিছুদিন আগেই গার্ডেনরিচ এলাকায় একটি নির্মীয়মাণ বাড়ি ভেঙে পড়ে যায়। এই কাণ্ডের জেরে প্রাণ হারিয়েছেন ১২ জন মানুষ। এরপরেই দমদমের বিরাটি এলাকাতেও একটি বাড়ির অংশ ভেঙে পড়ায় এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়। এই দুই ঘটনার পরেই ফের আবার পুরনো বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। মাঝে কলকাতা পুরসভা এলাকায় চেতলা এলাকাতেও একটি বাড়ির কার্নিশ ভেঙে পড়েছিল। একের পর এক বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় এবার প্রশ্ন তুলছেন কলকাতা সহ উপকণ্ঠের বাসিন্দারা।

অন্য দিকে, বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় ইতিমধ্যে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেছে কলকাতা পুরসভা। বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে একটি অ্যাপ নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, পুরসভা এলাকায় ঘুরে ঘুরে বেআইনি নির্মাণের ব্যাপারে তদারকি করছেন পুর কর্তারা। কোথাও বেআইনি নির্মাণ দেখলেই তার ছবিও তুলে রাখছেন তাঁরা। বেআইনি নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে দ্রুত নোটিস পাঠানোর কাজ করা হচ্ছে। অবৈধ নির্মাণ রুখতে ১৫ দিন অন্তর পুলিশ এবং পুরসভা বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এরপরেও বেশ কিছু জায়গায় প্রোমোটারির দৌলতে অবৈধ নির্মাণ চলছে বলে দাবি অনেকের।

সম্পাদকীয়

সরকারের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠার দৌড়ে এগিয়ে থাকতে গেলে সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা

বামেদের শক্ত ঘাঁটিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবিসংবাদিত নেত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা কতটা সহযোগিতা করেছিলেন? না কি জনগণের চেতনাই রাতারাতি রাজনৈতিক অঙ্ক বদলে দিয়েছিল? কৌশিক সেন স্বয়ং নাট্য আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। আরও অনেকে যাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী ও চিন্তক বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা এবং অপশাসনের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁদের অনেকেই শাসক তৃণমূলের কৃপাপ্রার্থী হয়ে সরাসরি নিজেকে যুক্ত করলেন রাজনীতিতে। প্রবন্ধকার-সহ সেই সময়ের অনেক ব্যক্তিত্ব আজও নিজেকে 'বামপন্থী' হিসাবে দাবি করেন। এই 'পন্থী' ও 'পন্থা'-র মধ্যে ব্যবধান বামফ্রন্ট সরকারের পতন নিশ্চিত করেছিল। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও এই ব্যবধান রয়েছে, যার জন্য তাঁদের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ব্যক্তিসুখের প্রত্যাশী নেতাদের দিয়ে আর যা-ই হোক, বামপন্থার পথ সুগম হয় না। শাসনক্ষমতা দখল এবং সংসদীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে আগ্রহই বেশি। এই মনোভাবের কারণে আজ বামপন্থার দৈন্য বড়ই প্রকট। সামগ্রিক স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ পূরণ প্রাধান্য পাচ্ছে। কলাকুশলী, নাট্য ব্যক্তিত্ব, শিল্পী, কেউই এই আবহাওয়ায় নিজেকে সামলে রাখতে পারছেন না। নিজের নিজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা এবং পারঙ্গমতা স্ফুরণের জন্য যোগ্যতার চেয়েও রাজনৈতিক পরিচয় মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। সরকারের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠার দৌড়ে এগিয়ে থাকতে গেলে সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। নিজে প্রকৃত অর্থে সাহসী, সাবলম্বী ও সৎ হয়ে উঠতে হবে। প্রলোভনে অবিচল থাকতে হবে। এ পথ নির্বান্ধব। তবুও আশা থাকে, এক দিন নিষ্ঠাবান মানুষরা এগিয়ে আসবেন নিজেদের প্রকৃত অর্থে 'বুদ্ধিজীবী' প্রমাণ করতে।

আসুন ভালো হওয়ার উৎসবে মাতি

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

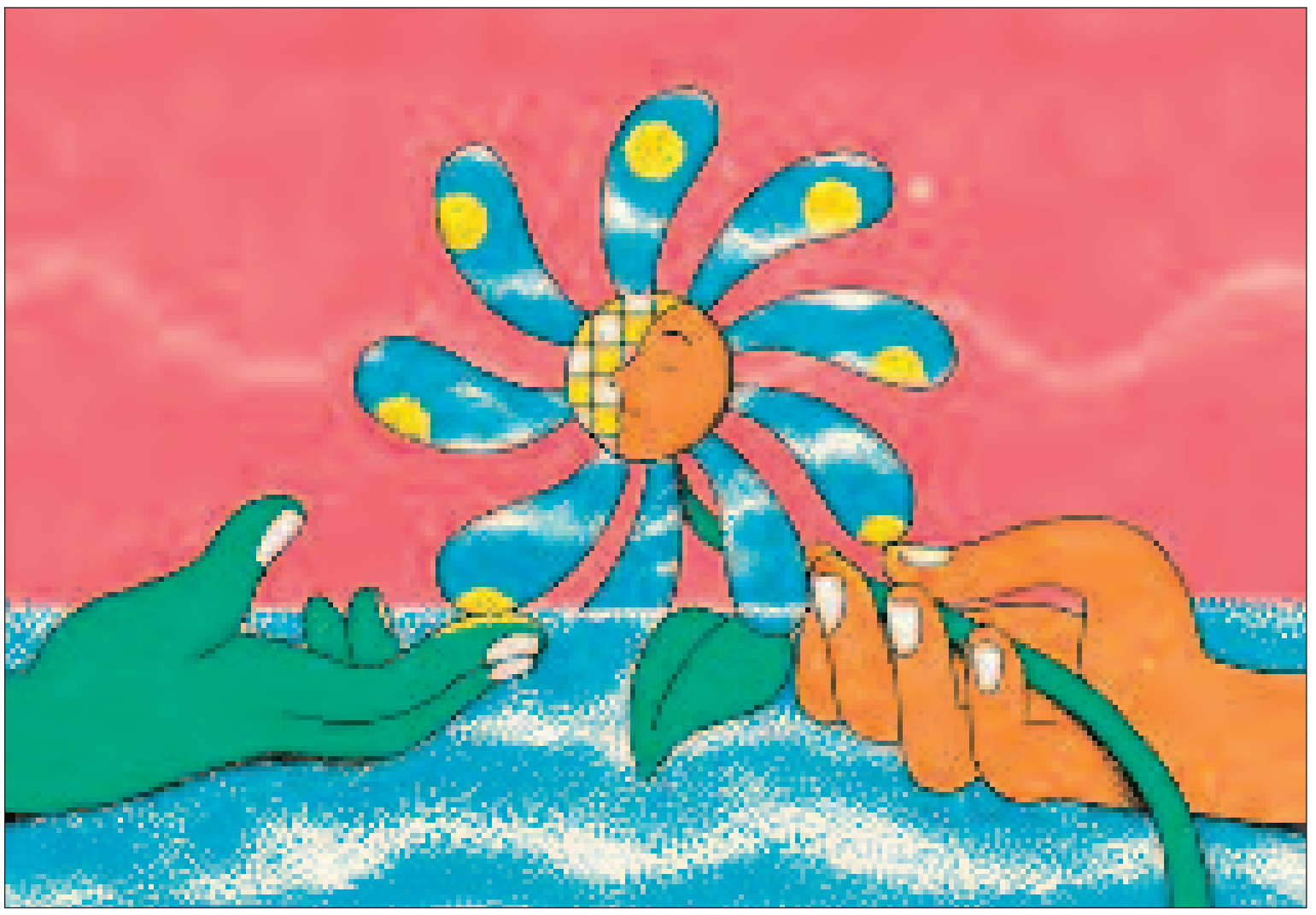

"...আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও
মনের কোনের সব দীনতা, মলিনতা ধুইয়ে দাও।..."

শিরোনামটা এমনই দিলাম। কেনো দিলাম চলুন সেই বঞ্জনায় যাই। জানেন,আপনি-আমি অনেক অনেক পাপ করেছি। অনেক অনেক ছলনা করেছি। অনেক অনেক মিথ্যা, প্রতারণা, চিটিং বা ঠকানো বহু মাত্রায় ধারাবাহিকভাবে করেছি। কেউ কেউ আবার আজীবন ধরে করেও চলেছি। এমন অনেক কিছুই করেছি যা করা উচিত হয়নি। তাও করেছি। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো আড়ালে। আর নিজেকে ভেবেছি মস্ত চালক, মস্ত সেয়ানা। ভেবেছি, কেউ কিছু বুঝতে বা জানতে পারবে না। কারণ এমনটা করার আগে সামনের মানুষকে আমরা নিশ্চিত বোকা ভাবতে একটুও কষ্ট বোধ করিনি। আমাদের রক্তে মজ্জায় কোথায় যেনো এটা মিশে গেছে অন্যায় করাটা আমার জন্মগত অধিকার। আমি মিলে গেছি ভয়ে। আমি মিশে গেছি স্বেচ্ছায়। আমি ভুল পথে গেছি ইচ্ছায়। আমি জানি সৎ পথে থাকতে অনেক অনেক কষ্ট। তাই আমি অসৎ পথে গেছি সহজে। সরি,প্রলোভনে। আর এ ভাবেই আমি সামাজিক হয়েছি। আমি সমাজের সাথে মিশে গেছি। আমি মানবিক হয়েছি দানবিক মুখোশ পরে। আমার ভুল পথে অনেক কষ্ট হচ্ছে, আমার ভীষণ লাগছে , আমার রক্তে মজ্জায় প্রবল ব্যথা হচ্ছে। তাও আমি এর থেকে বের হতে পারছি না। সব জেনেও। না,কিছুতেই বের হতে পারছি না। আমাকে যেনতেন করে কাজ উদ্ধার করতে হবে। যে করেই হোক। আর সেই কারণে সৎ থাকতে পারিনি। এখন সেটা বেশ চ্যালেঞ্জের। যদি তুমি সৎ হলে তবে তুমি নিশ্চিত গেলে। মানে,ভরপুর পরাজয়। তোমার ভাত জোটা মুস্কিল। কিন্তু সত্যি কি তাই! এই চেনা কথাটা লিখতে আমার ঘুম পাচ্ছিল। মানে আমার চোখ ও তা নিতে পারছে না। হাই উঠছে, ক্লান্তি সারা শরীরে।আমার মন জ্বলে গেছে কবেই। আমার বিবেক পুড়ে গেছে তারও আগে। তবু একটা নেশায় আমি মেতে আছি। সে নেশার নাম বেঁচে থাকার নেশা। আমাকে রোজ লড়তে হয়। আমাকে রক্তে মাংসে লড়তে হয়। আমি ক্লান্ত। আমার ভালোবাসার শহর সে কথা শুনলে তো! সে তার নিজের খেয়ালে আছে। আমাকে রোজ বোকা বানাতে ব্যস্ত। জানলে অবাক হবেন আমরা আমাদের মস্তিষ্কের বেশিটা ব্যবহার করেছি অকাজে। কেমন করে, কি ভাবে চলুন তারই ছোটবেলা থেকে বার বেলায় ভ্রমণ করে আসি।

আমার পরিবেশ যদি ডিসিপ্লিন হয় তবে আমি ডিসিপ্লিন হবো। আমাকে ভালো শিক্ষা যদি কেউ দেয় তবে আমি ভালো শিক্ষায় আলোকিত হবো। আমার ছোটবেলার স্কুলের পরিবেশ যদি ভালো হয় তবেই আমি বড়বেলায় ভালো শিক্ষক হতে পারবো। সব সময় একাডেমিক না হলেও জীবনের শিক্ষক হওয়া তো কঠিন নয়। ধরা যাক আমি ওসব কিছু পাইনি। তবে আমি কি ভাবে জীবন গড়বো! কারণ আমার পুরো পরিবেশই তো ঠিক নয় — তাই আমি পারবো না ভালো কিছু হতে। আর যদি দেখা গেলো আমার সব পরিবেশ একেবারে ঠিকঠাক হলো তাও তো আমি খারাপ হয়ে যেতে পারি— আমার বাইরের সামাজিক পরিবেশের খারাপ দিকের জন্যে। তবে এর থেকে কি ভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে! এর থেকে মুক্তি হতে পারে আমার কোনো কিছুতেই ওভার কনফিডেন্স না থেকে বড় ও বিচক্ষণ মানুষের থেকে যুক্তি নিলে। আর এটা যে যত তাড়াতাড়ি করতে পারবে সে তত তাড়াতাড়ি সাকসেস পাবে। আর সেই সাকসেস সমাজেও আলোকময় করবে।

আমরা যেনো নেশাখোর না হয়ে পড়ি। আমরা যেনো ভালো মন্দের জ্ঞান হারিয়ে না ফেলি। আমরা যেনো কোনো অবস্থাতেই অসভ্য না হয়ে পড়ি। আমার যেনো সভ্য সমাজ গড়তে পারি। আমরা যেনো ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত না হই। আমরা যেনো সর্বদা রুচিশীল থাকতে পারি। আমরা যেনো সর্বদা শান্তি বজায় রাখতে পারি। এ রকম হাজারো ভালোবাসা আমাদের নিজের সাথে আমরা নিজেরাই অর্জন করতে পারি। আমরা চেষ্টা করতে পারি। হওয়া না হওয়া তো ঈশ্বরের ব্যাপার। ভালো না সেজে ভালো হওয়া অনেক সহজ। অনেক সুস্থতার ও পরিচয় বহন করে।

বর্তমানে এমন মানুষ পাওয়া মুস্কিল যার সৎ চিন্তা সমাজকে আলোকিত করে। কিন্তু ভরসার কথা হলো এই যে কম হলেও এখনো কিছু মানুষ নিত্য ভালো কাজেই মনোনিবেশ করে চলেছে। এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে সমাজে সব কিছু খুব সহজে শেষ হয়ে গেলো। এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই যে মানুষ আজ আর মানুষ নেই,সব মানবিক গুন বিলুপ্তির পথে। এখনো রাস্তায় একজন মানুষ অসুস্থ হলে অন্য মানুষ ছুটে আসে। এখনো কেউ অজানা পথে হারিয়ে গেলে মানুষ তাকে চেনা রাস্তায় ফিরিয়ে দিয়ে সাহায্য করে। এখনো ঝগড়া সামলাতে অনেকে ঝাঁপিয়ে পরে। এখনো মানুষ মানুষকে ভালোবাসে। এখনো হিংসা থেকে সকলে মুক্তি চাই। এখনো নেতা মানে আখেরে দুর্নীতি নয়। এখনো শিক্ষক মানে আদর্শ আছে। এখনো পুলিশ মানে পরিষেবাময়। আইন রক্ষায় -ই হয়। এখনো ডাক্তার মানে ভগবান হয়। এখনো উকিল মানে আইন প্রতিষ্ঠা আছে। এখনো 'মা ' মানে অকৃত্তিম স্নেহ হয়। এখন ' বাবা ' মানে তো দারুন অনুশাসন ময়। এখনো লড়াই আছে এখনো কিছু করার জেদ আছে, খিদে আছে। এখনো দাম্পত্য আছে, ভালোবাসাও আছে এখনো সোহাগ আছে, এখনো হারার আগে জিত আছে। এখনো শান্তি আছে। এখনো অনেক কিছুই আছে যা সত্যিই ভালো। মানে ভালো জায়গাটাও আছে।

নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে এমন অনেক মানুষ আছে যারা অন্যের দুঃখ দেখলে নিজেই দুঃখী হয়, অন্যের কষ্টে নিজের কষ্ট হয়। ভালো মানুষ, ভালো সভ্যতা ভালো শিক্ষা, ভালো সংস্কৃতির অভাব নেই আমাদের দেশে। কষ্ট তো থাকবেই। তাকে জয় করাই তো জীবন। আর এটাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমরা যেনো মানতে না ভুলে যাই। আমরা যেনো মূল্যবোধ হারিয়ে না ফেলি। আমরা যেনো খুশির মাত্রায় উৎশৃঙ্খল না হয়ে পড়ি।

আমরা যেনো নেশাখোর না হয়ে পড়ি। আমরা যেনো ভালো মন্দের জ্ঞান হারিয়ে না ফেলি। আমরা যেনো কোনো অবস্থাতেই অসভ্য না হয়ে পড়ি। আমার যেনো সভ্য সমাজ গড়তে পারি। আমরা যেনো ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত না হই। আমরা যেনো সর্বদা রুচিশীল থাকতে পারি। আমরা যেনো সর্বদা শান্তি বজায় রাখতে পারি। এ রকম হাজারো ভালোবাসা আমাদের নিজের সাথে আমরা নিজেরাই অর্জন করতে পারি। আমরা চেষ্টা করতে পারি। হওয়া না হওয়া তো ঈশ্বরের ব্যাপার। ভালো না সেজে ভালো হওয়া অনেক সহজ। অনেক সুস্থতার ও পরিচয় বহন করে। তাই না? মানবেন তো? যদি মানেন তো আসুন না সৎ যুদ্ধে নিজেকে মাতাই একেবারে মন থেকে — পুরোপুরি মানবিক ভাবেই।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

আনন্দকথা

পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হল। কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল। তার সেতুর দরকার হয় নাই। (সকলের হাস্য)।

''বিভীষণ একটি পাতায় রামনাম লিখে ওই পাতাটি একটি লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিছল। সে লোকটি সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে বললে, 'তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস করে জলের উপর দিয়ে চলে যাও, কিন্তু দেখ যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে যাবে।' লোকটি বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল; এমন সময়ে তার ভারী ইচ্ছা হল যে, কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার দেখে!

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

জয়া প্রদা

১৯০৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মনিবেন প্যাটেলের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী হরিহরণের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী জয়া প্রদার জন্মদিন।*

সুয়ো মোটো আদেশ এবং তার গুরুত্ব

সুবল সরদার এবং মৌমিতা চক্রবর্ত্তী

Suo motu ল্যাটিন শব্দ। আইনের ভাষায় এর অর্থ on its own motion, বাংলা ভাষায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে। যখন মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ হয়, তখন সেই মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রীম কোর্ট তার নিজস্ব ক্ষমতায় এই suo motu order pass করতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ৩২ ধারায় এবং হাইকোর্ট ২২৬ এর ক্ষমতা বলে suo motu order pass করতে পারে। ২২৬ ধারায় হাইকোর্টের inherent power অর্থাৎ অসীম ক্ষমতার কথা বলা আছে। এটা judicial response to humanitarian crisis বলা যায়।

ভারতে প্রথম সুনীল বাত্রা কেসে suo motu order pass করে সুপ্রীম কোর্ট ২০১৪ সালে। সুনীল বাত্রা কেস — জেল থাকা এক কুখ্যাত আসামি। তার উপর অকথ্য অত্যাচার হয়। অন্যদিকে প্রশাসন নীরব থাকে । সংবাদ পত্রে সেই অত্যাচারের কথা প্রকাশ হয়, তখন সুপ্রীম কোর্ট হস্তক্ষেপ করে। suo motu order pass করে তাকে রক্ষা করে। প্রশাসন ব্যর্থ হতে পারে কিন্তু বিচার ব্যবস্থা অন্ধ নয়। প্রতিকারহীন বিচারের বাণী এখন আর নীরবে নীভৃতে কাঁদে না। সে বিচার পায়। আমাদের কলকাতা হাইকোর্টের জাস্টিস অমিতাভ লালা বন-ধকে বন্ধ করেছিলেন suo motu order pass করে। তিনি আদেশে বলেছিলেন যত্রতত্র ,যখন তখন রাজ পথ অবরোধ করে মিটিং মিছিল করা যাবে না। কর্ম সংস্কৃতি নষ্ট করে বন্ধ ডাকা বেআইনি ঘোষণা করেছিলেন। জনগণের অধিকার নষ্ট করে কখনো কোন দলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বন্ধের নামে কখনো কারুর মৌলিক অধিকার নষ্ট করা যায় না। বন্ধ বেআইনি ঘোষণা করে তিনি জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

সন্দেশখালির কান্ডে জাস্টিস অপূর্ব কুমার সিনহা suo motu order pass করেছিলেন। সেখানে infringement of right হচ্ছিল। মানবাধিকার রক্ষা করতে তিনি এই suo motu order pass করেছিলেন। এখানে প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ ছিল। উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার', নাটকের মতো পুলিশ তালপাতার সেপাইয়ে পরিণত হয়েছিল। এমন অবস্থায় আইনের মন্দির হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। Suo motu order pass করে নৈরাজ্য দূর করে। সেখানে আইনের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়। এই suo motu আদেশের বলে খুনি, ধর্ষণকারী অপরাধীরা এখন জেলের গারদে। সেখানে ভয় মুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়। এখন সেখানে আনন্দে হোলি খেলা হচ্ছে। এমন সুস্থ সমাজ তো আমরা চাই। ব্যক্তির মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য ম্যান্ডামাস, হেবিয়াসকর্পাস, সারটিয়োরারি এই writ গুলোর সঙ্গে suo motu order pass এক মানবিক রূপ, বাঁচার হাতিয়ার বলা যায় ।

এখন জানতে হবে কেন এবং কখন হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রশাসন যখন আইনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় তখন হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট বাধ্য হয় suo motu order pass করতে।

কোভিড পরিস্থিতির কথা ভাবুন। সুপ্রীমকোর্ট সময় সময় suo motu আদেশ দিয়ে কোভিড পরিস্থিতির মেয়াদ এবং সময়সূচী বৃদ্ধি, হ্রাস কিংবা রদ করে। এমন দুর্দিনে তখন মনে হয়েছিল সরকার নয় সুপ্রীমকোর্ট সরকারের সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে সুপ্রীম কোর্ট suo motu order pass করে, গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করে এবং আমাদের জীবন রক্ষা করে। আর একটা suo motu order pass র উদাহরণ দিতে হচ্ছে — কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ ডিভিশন বেঞ্চের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। এমন জুডিসিয়ারী সংকটে সুপ্রীমকোর্ট suo motu order pass করে status quo দেয় সিঙ্গল বেঞ্চের ওই আদেশের উপর। বিষয় ছিল মেডিকেল ভর্তি সংক্রান্ত। suo motu order pass মানবাধিকার ,মানব সমাজ রক্ষা এবং সেই সঙ্গে জুডিসিয়ারী সিস্টেম যদি কখনো সংকটে পড়ে তখন suo motu প্রসেস রক্ষা কর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

মানব সভ্যতার প্রথম দিকে কোন আইন ছিল না। তখন আইন বলতে বিশ্বাস আর ভালোবাসাই ছিল আইন। ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। তারপর সভ্যতা এগোতে থাকে জটিল সমাজ বিন্যাসের ঘূর্ণিপথে আমরা আরো জটিল হয়ে উঠি। তখন আইন তৈরি হয় উন্নত জীবন যাত্রার অঙ্গ রূপে। তারপরও কোথায় যেন আইনগুলো আমাদেরকে ঠিক রক্ষা করতে পারছে না, তখন আইনের মন্দির থেকে suo motu order pass করে এবং আমাদের পরিত্রাণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। Monipur Violence– Air pollution in Delhi– pollution in the yumuna river আরো উদাহরণ দেওয়া যায়। ২০২১ সাল পর্যন্ত কোর্ট ৪৬ টা suo motu process initiate করেছে। সবচেয়ে বেশি suo motu order pass হয়েছে ২০২০ সালে ১০ টা।

এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভালো ১৫৯ crpc এবং ১৫১ cpc একজন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা একজন মুন্সেফ suo motu cognizance নিতে পারেন কিন্তু তিনি কখনো suo motu order pass করতে পারেন না। Suo motu order pass র ক্ষমতা একমাত্র হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের আছে। এই আদেশকে কেউ কখনো চ্যালেঞ্জ করতে পারে না।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সৌমিত্র খাঁর গাড়ি, কনভয় আটকে কর্মীদের মারধরে অভিযুক্ত তৃণমূল

ফুটেজ খেতে নিজেই মার খাইয়েছেন, দাবি সুজাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সৌমিত্র খাঁয়ের গাড়ি, কনভয় আটকে বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আহত সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি কনভেনার সহ বেশ কয়েকজন কর্মী। এহেন অভিযোগে পাত্রসায়ের থানার দ্বারস্থ সৌমিত্র খাঁ, উচ্চ গলায় পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিলেন সৌমিত্র খাঁ। পাল্টা অভিযোগ তৃণমূলের, সৌমিত্র খাঁ নিজেই কর্মীদের মার খাইয়েছেন ফুটেজ খাওয়ার জন্য, চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সুজাতার।

জানা গিয়েছে, সোমবার পাত্রসায়ের থানার বেলুট গ্রামে বিজেপির ভোট প্রচার এবং দলীয় একটি কর্মসূচি হওয়ার কথা ছিল। সেখানে যোগদান করার জন্য যাচ্ছিলেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ এবং সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি। অভিযোগ, হঠাৎ করেই বেলুট রসুলপুর গ্রামে ঢুকতেই বেলুট রসুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের

প্রাক্তন প্রধান তথা অঞ্চল সভাপতি তাপস বাড়ি বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর গাড়ি ও কনভয় আটকে হামলা চালানোর চেষ্টা করেন। এরপরই দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক মারপিটের ঘটনা ঘটে। বিজেপির অভিযোগ, তাদের সোনামুখী বিধানসভার বিজেপির কনভেনার তাপস মিত্র সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হন, তাদের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। এরপরেই ঘটনাস্থলে পাত্রসায়ের থানার পুলিশ কর্মীদের দেখে রীতিমতো ক্ষেপে যান বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। উচ্চ গলায় তিনি হুঁশিয়ারি দিতে থাকেন পুলিশকে সৌমিত্র খাঁ। এরপর ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আহতদের সঙ্গে নিয়ে সোজা পাত্রসায়ের থানায় গিয়ে হাজির হন সৌমিত্র খাঁ। থানায় দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে সমস্ত ঘটনা তিনি মৌখিক জানান।

সমগ্র ঘটনা নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, সৌমিত্র খাঁই দলবল নিয়ে বেলুট রসুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি তথা প্রাক্তন প্রধানকে মারধর করেছেন। তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল সৌমিত্র খাঁয়ের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করে বলেন, 'এই ঘটনা একটা সেটিং গল্প, উনি নিজেই দুষ্কৃতীদের উসকে নিজের দলের কর্মীদের মার খাইয়েছেন। এখন সেন্টিমেন্ট এবং ফুটেজ খেতে চাইছেন। বোঝাতে চাইছেন তিনি বড় নেতা। তৃণমূল তঁকে অ্যাটাক করেছে। তৃণমূলের খেয়েদেয়ে কাজ নেই। এই ঘটনা ওনার প্রি প্ল্যান চক্রান্ত।' সুজাতা মণ্ডল আরও বলেন, 'বিজেপি কর্মীরা আপনারা সাবধান হন, আপনারা যাঁর জন্য ঘুরছেন, তিনি নিজের স্বার্থে দলের লোকদেরকেই মার খাইয়ে দেবেন দুষ্কৃতীদের উসকে দিয়ে সেন্টিমেন্ট নেবেন। ওনাকে বিশ্বাস করবেন না, ভরসা করবেন না। পুলিশের উচিত তাঁর বিরুদ্ধে করা পদক্ষেপ করা। আমি পাত্রসায়রর থানার পুলিশের উদ্দেশে বলছি তঁর বিরুদ্ধে কড়া থেকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।'

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে খুলল ভদ্রেশ্বর শ্যামনগর জুটমিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অবশেষে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ভদ্রেশ্বর শ্যামনগর জুটমিল খুলে গেল। ২০২৪ সালের ১৭ মার্চ সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল মিল কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকদের দাবি, বেশ কিছুদিন থেকে ম্যানেজমেন্টের হুমকিতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। এক ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টে বদলি করা, কাজের চাপ বাড়ানো এইসব মেনে নিতে পাবেননি শ্রমিকরা। গেটের সামনে শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করেন। ডেপুটি লেবার কমিশনারের ঘরে এর আগে আলোচনা হলেও কোনও সুরাহা হয়নি।

সোমবার পুরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী ও সিআইসি প্রকাশ গোস্বামী এবং শাসকদলের ইউনিয়নের হস্তক্ষেপে ডিএলসির সঙ্গে বৈঠকের ফলে মিল খোলার সিদ্ধান্ত হয়। মজদুর ইউনিয়ন লিডার বশিষ্ট সিংহ জানান যে, বিপার ট্রান্সফার নতুন সমতি হয়ে গিয়েছে, যে ৩০ জন গেট বাইরে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১৫ জনকে নিয়ে মিল খোলা হল। সপ্তাহ খানিকের মধ্যে আরও ১৫ জন শ্রমিকের গেট চালু হয়ে যাবে আগে ১৪ দিনের মাথায় শিফট চেঞ্জ হত, এইবার মিটিংয়ে সে জায়গায় সাতদিনের মাথায় শিফট চেঞ্জ হবে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মিলে আসতে শুরু করেন শ্রমিকরা। মালিকপক্ষ দাবি মেনে নেওয়ায় জুটমিলের দরজা খুলে গেল।

জেলা হুগলীর লারনেড ২য় অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া
প্রবেট স্যুট নং- ১০/২০১৭

দরখাস্তকারী :- শ্রী মহাদেব ঘোষ, পিতা প্রয়াত তিনকড়ি ঘোষ, সাকিম - গ্রাম: চাঁপাহাটি, পোষ্ট – সিমলাগড় , থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী ।
প্রতিপক্ষ :- শ্রী হারাধন বাগুই দিং

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরিউক্ত- দরখাস্তকারী তপশীল সম্পত্তির বিষয়ে **প্রয়াত তিনকড়ি ঘোষ**, পিতা প্রয়াত দুর্লভ চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক বিগত ইংরাজী ০৮/৩/৬৫ তারিখে সম্পাদিত ও ইংরাজী ১৩/৩/৬৫ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত উইলের প্রবেট লইবার জন্য উক্ত মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন, এ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মারফত আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় উক্ত প্রবেট মোকর্দ্দমার একতরফা শুনানী হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

১) জেলা হুগলী, থানা- পান্ডুয়া, মৌজা - চাঁপাহাটি, জে. এল. নম্বর -৫২ :-

(২)

সি.এস. খতিয়ান নম্বর	সি.এস. দাগ নম্বর	হাল খতিয়ান নম্বর	হাল দাগ নম্বর	শ্রেণী	পরিমান (শতক)
৪০৯	৫৬০	২৬৫	৬৭১	পুকুর	১২ শতক ১ এঃ মধ্যে
২৭৫	৫২৯	,,	৬৩৭	শুনা	৬১ শতক ১৲ আনা
৭১	৫৩৯	,,	৬৪৭	শালি	২৯ শতক ,,
৭১	৫৪১	,,	৬৪৯	,,	৫৫ শতক ,,
২৭৬	৯৮৭	,,	১২২১	বাস্তু	৪৭ শতক ,,
,,	৯৮৮	,,	১২২২	ডোবা	২৯ শতক ,,
৫৬	৪৮৯	,,	৫৯৭	শালি	.৩৮ শতক ,,
,,	৫০০	,,	৬০৮	,,	.৭৭ শতক ,,
,,	৫১৮	,,	৬২৬	,,	.০৮ শতক ,,
,,	৫২৬	,,	৬৩৪	শুনা	.৪৩ শতক ,,
,,	২২৮	,,	৬৩৬	,,	.১৪ শতক ১৬ শঃ মধ্যে
,,	৫৩০	,,	৬৩৮	,,	.০৫ শতক ১৲ আনা
,,	৫৩৩	,,	৬৪১	,,	.২০ শতক ,,
,,	৫৫৬	২৬৫	৬৬৬	শুনা	.১২ শতক ,,
,,	৮২৪	,,	১০২৭	বাঁশবাগান	১.০৫ শতক ১ এঃ ২০ শঃ মধ্যে
,,	৫৬৭	,,	৬৭৯	শুনা	.২১ শতক ১৲ আনা
,,	৫১৬	,,	৬৯১	,,	.০৬ শতক ,,
,,	৫৭৯	,,	৬৯৪	,,	.০৩ শতক ,,
,,	৫৯৩	,,	৭০৮	শালি	.২০ শতক ,,
,,	৮৯৫	,,	১০৪০	ভিটি	.০৮ শতক ,,
,,	৮৪০	,,	১০৪৪	বাঁশবাগান	.০৪ শতক ,,
,,	৮৩৬	,,	১১২০	বাস্তু	.০৮ শতক ,,
,,	১৩৫৪	,,	১৭৮৩	বাঁশবাগান	.২১ শতক ,,

(৩)

১) জেলা হুগলী, থানা- পান্ডুয়া, মৌজা - গোয়ারা, জে. এল. নম্বর -৫৩ :-

সি.এস. খতিয়ান নম্বর	সি.এস. দাগ নম্বর	হাল খতিয়ান নম্বর	হাল দাগ নম্বর	শ্রেণী	পরিমান (শতক)
১৯২	১৪২২	২০৮	১৬৩৭	শালি	২৪ শতক ১৲ আনা
১৯২	১৪২৪	২০৮	১৬৩৯	,,	৭৯ শতক ,,
১৯২	১৪৫৫	২০৮	১৬৭৩	,,	২১ শতক ,,
২২৭	১৫৭৫	২০৮	১৮৫৬	,,	৩২ শতক ,,
২২৭	১৫৭৬	২০৮	১৮৫৭	,,	১৭ শতক ,,
৬৪৬	১৭৪৬	২০৮	১৮৬৪	,,	২০ শতক ,,
৬৪৬	১৭৪৮	২০৮	১৯৯৮	,,	১ একর ৫৫ শতক
৬৪৬	১৭৪৯	২০৮	২০০৪	,,	০১ শতক

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্যামাপ্রসাদ দাস
এ্যাডভোকেট

আদেশানুসারে
শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদার

রাজাকৃষ্ণ চন্দ্রকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য কুরুচিকর ও ব্যঙ্গাত্মক দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পরিবারের সদস্যা বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়কে নিয়ে নদিয়ার ধুবুলিয়ায় নির্বাচনি জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা কুরুচিকর ও ব্যঙ্গাত্মক দাবি করে তার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন এবং আইনের দ্বারস্থ হতে চলেছে বিজেপি। মঙ্গলবার নদিয়ার উত্তর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে কৃষ্ণনগর জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বললেন নদিয়া উত্তর বিজেপির জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস।

গত ৩১ মার্চ ধুবুলিয়া সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাবের ময়দানে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের সমর্থনে প্রথম নির্বাচনী প্রচারে ধুবুলিয়া আসেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই বর্তমান বিজেপির প্রার্থী অমৃতা রায়ের বংশ নিয়ে বেশ কয়েকটি মন্তব্য করতে শোনা যায় তাঁকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,'সিরাজ দৌলার বিরুদ্ধে লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। আর তাঁর নাম নিয়ে এখন প্রচার করছে বিজেপি। আমি যদি ইতিহাস খুলে দি তা হলে রাজবংশকে মানুষ ঘৃণা করতে শুরু করবে।' মূলত তাঁর এই মন্তব্য অশালীন মনে করে নির্বাচন কমিশনের অভিযোগ জানাতে চলেছে বিজেপি।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিজেপি জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজবংশ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা এর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে যাব।' পাশাপাশি মহুয়া মৈত্রকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'টাকার বিনিময়ে তিনি দেশের গোপন তথ্য আদান প্রদান করেছেন। তাঁর এই দেশদ্রোহিতার জন্য সাংসদ পদ বাতিল হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, জেলাতেও তিনি যে সমস্ত ছোট-বড় শিল্পগুলি ছিল সেগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে এই তৃণমূল আমলে।' তাই আগামী দিনে ইস্তেহার প্রকাশ করে জেলায় মোট ১০০টি কাজ পূর্ণতা লাভ করবে বিজেপি সাংসদের হাত ধরে একথাও বলেন সাংবাদিক সম্মেলনে।

ঝাড়গ্রামে বাম ভোট পুনরুদ্ধারের চেষ্টা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বামপন্থী ভোট পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মঙ্গলবার প্রথম প্রচারে নামলেন ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস সমর্থিতসিপিএম প্রার্থী সোনামণি মুর্মু। বান্দোয়ানের বাসিন্দা সোনামণি এদিন সকালে ঝাড়গ্রামে সিপিএমের জেলাপার্টি অফিসে পৌঁছন। সেখান থেকে বেরিয়ে কর্মীদের সঙ্গে একাধিক ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখনে অংশ নেন। বিরষা মুন্ডার মূর্তিতে মালা পরিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় জন সংযোগে নামেন। জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির মূল লড়াই হলেও সিপিএমের লক্ষ্য নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক পুনরুদ্ধার করা। গত বিধানসভা ভোটে নিজেদের ভোট শতাংশ আগে থেকে কিছুটা বাড়াতে পেরেছে বামপন্থীরা। গত লোকসভা নির্বাচনের থেকে বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলও সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে তাদের ভোট শতাংশ অনেকটাই বাড়িয়েছে। তৃণমূলের দুর্নীতি এবং বিজেপির এজেন্সি নীতির অভিযোগ তুলেই তিনি হারানো বামপন্থী ভোট পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় নেমেছেন বলে জানান বাম প্রার্থী সোনামণি মুর্মু।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অনুযায়ী]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর
কেন্দ্রীয় সরকার, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

ভ্যাটসাল ফোর্জ প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U27109WB2006PTC111277) রেজিস্টার্ড অফিস ৪০, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, শনিবার ৯ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''মহারাষ্ট্র রাজ্যে'' কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৪০, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ

ভ্যাটসাল ফোর্জ প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
শিব ছাউছারিয়া
ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৩.০৪.২০২৪ ডিন - ০০৪৬৮৬১১

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অনুযায়ী]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর নিমিত্ত কাগজে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর)
ইস্টার্ন রিজিওন
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

সিএসপি ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (U65993WB1997PTC083221) রেজিস্টার্ড অফিস ইউনিট - III, ২য় তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ৪১, বি.বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১২ সম্পর্কিত

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য''** থেকে **''উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে''** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) নিজাম প্যালেস, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
ইউনিট - III, ২য় তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ৪১, বি.বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১২

দরখাস্তকারীর পক্ষে
সিএসপি ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
দীনেশ চন্দ্র শ্রীবাস্তব
(ডিরেক্টর)

তারিখ : ০২.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা ডিন - ০৩১৬৫৮৭৭

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/41/2023 05.03.2024

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
(পূর্বতন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)
বনাম
শ্রী চন্দ্র সরকার
স্বত্বাধিকারী মেসার্স চন্দন স্টোর এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডিএস)
১) শ্রী চন্দন সরকার
পিতা শ্রী অরুণ সরকার এবং মেসার্স চন্দন স্টোর (একটি অংশীদারী সংস্থা) স্বত্বাধিকারী ব্যবসা স্থল ৪৯/৩৪/১, ড. সুন্দর গোপাল ধর লেন, পো. খাগরা, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০৩
২) শ্রী অরুণ সরকার
পিতা প্রয়াত কৃষ্ণ কান্ত সরকার এবং ঠিকানা ৪৯/৩৪/১, ড. সুন্দর গোপাল ধর লেন, পো. খাগরা, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০৩

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/927/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **৬১৪৮১৬১.৫০ টাকা (একষট্টি লাখ আটচল্লিশ হাজার একশ একষট্টি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ **১৫.৪৫** শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **২৭.০৮.২০১৪** থেকে সমুদয় শুল্ক **১১৪০০০ (এক লাখ চোদ্দ হাজার)** টাকা আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ০৮.০৪.২০২৪ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ০৫.০৩.২০২৪

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার, অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

দুষ্কৃতীদের তোল্লাইয়ের অভিযোগে লকেটের বিরুদ্ধে কমিশনে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দুষ্কৃতীদের তোল্লাই দিচ্ছেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়! নির্বাচন কমিশনে ঠিক এই অভিযোগই দায়ের করল তৃণমূল।

প্রসঙ্গত, বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগে পদক্ষেপ না করায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে গত ২৯ মার্চ ব্যান্ডেল পুলিশ ফাঁড়িতে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেই বিক্ষোভে ব্যান্ডেলের দুষ্কৃতী সঞ্জয় পাসোয়ান ওরফে লালা মা যশোয়া ছিলেন বলে দাবি। আর সেই বিষয়টিকেই ইস্যু করেছেন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। অসিত মজুমদার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রাজীব কুমারকে মেলের মাধ্যমে অভিযোগ জানিয়েছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে।

অসিতবাবু বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে

যে দুষ্কৃতীরা ব্যান্ডেল শাসন করেছিল, একটা সময় এই দুষ্কৃতীদের অত্যাচারে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বন্ধ করেছিল। সেই দুষ্কৃতীদের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য লকেট চট্টোপাধ্যায় ব্যান্ডেল ফাঁড়িতে স্মারকলিপি দেয়। ব্যান্ডেলের সব থেকে বড় দুষ্কৃতী লালার মাকে নিয়ে। গুন্ডা মস্তানদের আমদানি করছে। যেদিন ফাঁড়িতে বিক্ষোভ হয়েছে তার দু'দিনের মধ্যে একজন ব্যবসায়ী আক্রান্ত হয়েছেন, অপহরণের চেষ্টা হয়েছে। লকেটের গুন্ডা মস্তানদের আশ্রয় দেওয়ার প্রবণতা তাঁদের প্রশ্রয় দিয়েছে। আমরা এই কারণে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করেছি, এই ধরনের প্রার্থীকে যাতে প্রতীক না দেওয়া হয়।' সম্প্রতি বলাগড়ের সভা থেকে তৃণমূলে দুষ্কৃতী যোগ নিয়ে সরব হতে দেখা যায় লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। দুষ্কৃতীরা তৃণমূলকে ফান্ডিং করে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে হুগলি লোকসভার বিজেপি কনভেনার সুবীর নাগ বলেন, 'এটা পুরোটাই মিথ্যা কথা। দুষ্কৃতীর মাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন কিংবা তাঁকে ছাড়াতে গিয়েছেন তা নয়। পরিবারের একজন কেউ অন্যায় করেছেন বলে গোটা পরিবার ভুগবে তা তো ঠিক নয়। শিবা কাহারের জন্য গিয়েছিলেন। তিনি আমাদের সম্পাদক। শিবার বোনকে পুলিশের সামনেই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা মেরেছে। নিজেদের দোষ ঢাকার জন্যই অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।'

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরএস-এসআরসি-এফএলটিসি-২৩-৫২৪, তারিখ ০১.০৪.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরএস/সাঁতরাগাছি, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** দুই বছরের জন্য বৈদ্যুতিক লোকো শেড, সাঁতরাগাছিতে ৩-ফেজ ডব্লুএপি-৭ বৈদ্যুতিক লোকোর ট্র্যাকশন মোটর ব্লোয়ার ফিল্টার, মেশিন রুম ব্লোয়ার ফিল্টার, অয়েল কুলিং ব্লোয়ার রুম ডায়নামিক ফিল্টার তৎসহ রেডিয়েটর এবং হোটেল লোড ফিল্টার পরিষ্কার করা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** জিএসটি সমেত ৬,৭৭,০৮৫.৮৮ টাকা। **ইএমডি ঃ** ১৩,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময় সীমা ঃ** ২৪ মাস। **জমার তারিখ ঃ** ০৩.০৫.২০২৪-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ ঃ** ০৩.০৫.২০২৪, দুপুর ৩.৩০টা। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, স্পেসিফিকেশন, টেন্ডারের সংশোধনী এবং তাঁদের বিড জমার জন্য অবশ্যই ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখবেন। কোনওভাবেই ম্যানুয়াল টেন্ডার বুকলেট ইস্যু বা গ্রাহ্য করা হবে না। **(PR-03)**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৪-২৫-০১, তারিখ ০১.০৪.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখে দুপুর ৩টার আগে জমা করতে হবে ও দুপুর ৩.৩০টায় খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ডিভিশনের অধীনে হেলানো মাস্ট/কাঠামোর সংশোধন/শক্তিশালীকরণ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৬৭,৮১,৮৮৪.২০ টাকা। **ইএমডিঃ** ২,৩৩,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **জমার তারিখ ঃ** ২৫.০৪.২০২৪-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ ঃ** ২৫.০৪.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, স্পেসিফিকেশনের জন্য ও অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-05)**

NOTICE

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELEGATE COURT
PASCHIM MEDINIPUR
SUCCESSION - 02/2024

MALA BHATTACHARYA .... **Petitioner**
-Vs-
General Public .........**O.P.**

This is to information of the general public of Balarampur, P.O- Balarampur, P.S- Kharagpur Local, Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721301, that the above named petitioner have filed an application for the grant of succession certificate of Late HIMANSHU BHATTACHARYA U/S 372 of Indian Succession Act

If any person have any objection then he/she in person or through his/her lawyer may appear in court within 30 days from the date of publication of this notice otherwise the matter shall be held exparte.

IN RESPECT OF SCHEDULE BELOW

Name of the debtor	Amount of debt including interest if any on the date of application	Description and date of instrument in any by which the debt in secured money lying
1) Vidyasagr Central Co-Op. Bank Ltd, Kharagpur Branch. 2) State Bank of India Kaushallya Branch.	1) Rs. 860815.82+ Interest if any 2) Rs. 10910.50+ Interest if any	Saving account being A/c No. SBIN5276 Saving account being A/c No. 40754815928

BY ORDER
Tapas Ranjan Chakraborty
Sheristader
District Delegate Paschim Medinipur, 21-03-2024

গ্রীষ্মের শুরুতেই জলের হাহাকার

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের গাফিলতির অভিযোগে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে জল সরবরাহ হয় অনিয়মিত বলে অভিযোগ। বছরের অন্যান্য মরসুমে কোনও ক্রমে জলের চাহিদা মেটালেও গ্রীষ্ম পড়তেই জলের জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে বিভিন্ন গ্রামে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের গাফিলতির কারণেই এমন অবস্থা অভিযোগ তুলে দেশুড়িয়া মোড় থেকে ফুলবেড়িয়া যাওয়ার রাস্তায় রামহরিপুর মোড়ের কাছে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকাবাসী।

বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের কাপিষ্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের চড়াডিহি, বিড়রা, শুয়াড়া, রামহরিপুর গ্রামে জল সরবরাহের জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পাইপ লাইন রয়েছে। এই পাইপ লাইন থেকেই গ্রামের মানুষ পানীয় জল থেকে শুরু করে গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করতেন। কিন্তু সম্প্রতি পাইপ লাইনের সেই জল সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, অন্যান্য মরসুমে নলবাহিত পানীয় জল না মিললেও কোনও ক্রমে পরিস্থিতি সামাল দিতেন গ্রামের মানুষ। কিন্তু গ্রীষ্ম পড়তে না পড়তেই ওই এলাকায় জলের বিকল্প উৎসগুলি শুকিয়ে যাওয়ায় চরম জলকষ্ট শুরু হয়েছে গ্রামগুলিতে। এই পরিস্থিতিতে বারবার জল সরবরাহের দায়িত্বে থাকা সংস্থাকে জানিয়েও লাভ না হওয়ায় এবার রাস্তায় নেমে পথ অবরোধের পথে হাঁটলেন স্থানীয়রা।

আজ মঙ্গলবার বাঁকুড়ার দেশুড়িয়া মোড় থেকে ফুলবেড়িয়া মোড় যাওয়ার রাস্তায় রামহরিপুর মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকার মানুষ। খবর পেয়ে স্থানীয় কাপিষ্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অবরোধস্থলে গিয়ে অবরোধকারীদের বুঝিয়ে অবরোধ প্রত্যাহারের চেষ্টা করলেও, লিখিত প্রতিশ্রুতি না মেলা পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন অবরোধকারীরা।

গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধানের দাবি, পঞ্চায়েতে আগে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তা সত্ত্বেও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর ও ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত জল সরবরাহ স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

Career Opportunity

SIBIN LEARNING CART PVT.LTD

Requirement : **Vocational Trainer** *Remuneration :* **20,000/- PM**

SIBIN LEARNING CART PRIVATE LIMITED, Training Provider, West Bengal, requires professional qualified Vocational Trainers for the implementation of Vocational Education project under **Centrally Sponsored Scheme of Vocational School Education(CSS–VSE)** of West Bengal for the following Sectors. **Location -** All Over West Bengal.

SL No	Sector	Vacancy
1	Tourism & Hospitality	22
2	IT & ITES	2
3	Retail	6
4	Agriculture	7
5	Food Processing	9

- **Age: -** 18 to 40 Years, (Age relaxation rules implemented as per the West Bengal Govt. norms.)
- **Last date for Application:** 7 days from the date of publication of Advertisement.
- All positions are contractual in nature
- Preferences will be given to candidates with Higher Qualification (Sector Specific) and work experience.
- Eligible & Interested candidate can apply through the link - **jobnsqfwb.sibingroup.com**

N.B :
1. If you have any quarries please contact @ **koustav.gupta@sibinlearningcart.com**
i) 8100197572 ii) 9832218459 iii) 8017794307
2. Use Google Lens to scan the QR code (for sector wise required qualifications details) **www.sibingroup.com**

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
রেজি অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩
কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিস : ৩০২ অবনী সিগনেচার, ৪র্থ তল, ৯১/এ/১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

[রুল - ৮(১)]
দখল নোটিশ

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (''টিসিএল'') একটি নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান অধীনে গঠিত, রেজিস্টার্ড অফিস ১২শতল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপাত্র কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০০১৩। ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল (এনসিএলটি), মুম্বই বেঞ্চ কর্তৃক ২৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড(টিসিএফএসএল) এবং টাটা ক্লিনটেক ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিসিএল) হস্তান্তরকারী এবং টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) অধিগ্রহণকারী হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য সংস্থান এবং রুলসের ধারা ২৩০ থেকে ২৩২ এবং ধারা ৬৬ অধীনে (উক্ত প্রকল্প) সংযুক্তি প্রকল্প মঞ্জুর করেছেন। সংশ্লিষ্ট শর্ত অনুযায়ী টিসিএফএসএল এবং টিসিসিএল(হস্তান্তরকারী কোম্পানিগুলির) এবং তাদের অধীনস্থ সংস্থাগুলি চালু সংস্থা হিসেবে টিসিএল(অধিগ্রহণকারী কোম্পানি) সঙ্গে সংযুক্ত হল তাদের সমুদয় সম্পত্তি, সম্পদ, অধিকার, সুবিধা,স্বার্থ, দায়িত্ব, দায়, বাধ্যবাধকতা,চুক্তি, চুক্তিনামা, জামিন ইত্যাদি সহ এবং আরও নির্ধারিতভাবে প্রকল্পে বর্ণিত মতে কার্যকর হল ১জানুয়ারি ২০২৪ থেকে। উক্ত নির্দেশ এবং প্রকল্প অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল সম্পাদিত সুবিধা নথি অনুযায়ী টিসিএফএসএল দ্বারা (বর্তমানে সংযুক্ত টিসিএল এর সহিত) এবং সমুদয় বকেয়া টিসিএলতে বর্তাবে।

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল লি. (''টিসিএল'') এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে এবং টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লি (বর্তমানে টিসিএল-এর সহিত সংযুক্ত) ২৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে (''উক্ত নোটিশ'') ঋণগ্রহীতা সুপ্রীম ইলেক্ট্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রী অর্জুন আগরওয়াল (জামিনদাতা) ৩) শ্রীমতি সুধা আগরওয়াল (জামিনদাতা), ৪) শ্রী রাজেশ আগরওয়াল (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা), এবং ৫) শ্রী হরিশ কুমার আগরওয়াল (জামিনদাতা)কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৬,১৯,৯০,৫৫৪.৪৩ টাকা (ছয় কোটি উনিশ লাখ নব্বই হাজার পাঁচশ চুয়ান্ন টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা) টাকা** ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, শুল্ক, ব্যয় ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছিলেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল সংস্থান অধীনে ২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে টিসিএল (টিসিএফএসএল-এর অধিগ্রহণকারী) এর অনুমোদিত অফিসার জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা(গণ)/দায়বদ্ধকারী(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে,কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের নিকট বকেয়া পরিমাণ **৬,১৯,৯০,৫৫৪.৪৩ টাকা (ছয় কোটি উনিশ লাখ নব্বই হাজার পাঁচশ চুয়ান্ন টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা) টাকা** ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক এবং ব্যয় পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা(গণ)/দায়বদ্ধকারী(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

নোটিশ প্রাপক নং ১ এর সুপ্রিম ইলেক্ট্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেডের দায়বদ্ধ সম্পদের বিবরণ :
টিসিএফএসএল (বর্তমানে টিসিএল-এর সহিত সংযুক্ত) দ্বারা প্রদত্ত (বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উভয়ের) মজুত এবং বুক ডেটস পরিমাণ এর প্রথম এবং সম্পূর্ণ অধিকারী

নোটিশ প্রাপক নং ৪ শ্রী রাজেশ আগরওয়াল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল রো হাউস নং এ/০৯/১৮ অবস্থিত ''কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি'' টাউনশিপের মধ্যে পরিমাণ ২২৪.৯২ বর্গমিটার সমপরিমাণ ২৪২১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে :-

তল	বিবরণ	বর্গ মিটার	বর্গফুট
একতলা	একতলা ঢাকা এরিয়া	১০০.১০	১০৭৭.০৭
	সীমা পাঁচিল এরিয়া	০৫.৬১	৬০.৩৬
	আধা ঢাকা এরিয়া	১০.৪৫	১১২.৪৪
	কার পোর্ট এরিয়া	০৬.০১	৬৪.৬৬
দ্বিতীয় তল	দোতলার ঢাকা এরিয়া	৮৪.৬৮	৯১১.১৫
	ছাদ স্তর ঢাকা এরিয়া	১৮.০৭	১৯৪.৪৩

জমির পরিমাণ ২১৫২.৮০ বর্গফুট সহ, আরএস দাগ নং ২৩৯২ (অংশ) মোট ২১৫২.৮০ বর্গফুট সমতুল ২.৯৯ কাঠা, মৌজা- তেঁতুলকুলি, জেএল নং ৫৩, থানা - ডোমজুড়, হাওড়া জেলা, পশ্চিমবঙ্গ দলিল-উপ-ইজারা নং আই- ১৯০১-০৭৯২১/২০১৮ রেজিস্ট্রিকৃত - এআরএ-আই, কলকাতা জেলা : কলকাতা, ১২/১০/২০১৮ তারিখে এবং অবস্থিত অনুর্বর জমি এবং উক্ত জমির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :
উত্তরে : তেঁতুলকুলি মৌজা ও খালের দাগ নং ২৩৯২ এর পার্শ্ববর্তী খালি জমি
দক্ষিণে : ১০ মিটার চওড়া সারি
পূর্বে : সংলগ্ন ইউনিট নং এ/০৯/১৭
পশ্চিমে : সংলগ্ন ইউনিট নং এ/০৯/১৯

'কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি'-এর মধ্যে ২১৯.৯৯ বর্গ মিটার পরিমাপের ২৩৬৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমতুল টাউনশিপের মধ্যে এ/০৯/১৯ নম্বর রো হাউসটি এখানে নীচে উল্লিখিত সমুদয় অংশ সহ।

তল	বিবরণ	বর্গ মিটার	বর্গফুট
একতলা	একতলা ঢাকা এরিয়া	৯৯.০৪	১০৬৫.৬৭
	সীমা পাঁচিল এরিয়া	২.৩০	২৪.৭৪
	আধা ঢাকা এরিয়া	১০.২৫	১১০.২৯
	কার পোর্ট এরিয়া	০৬.০১	৬৪.৬৬
দ্বিতীয় তল	দোতলার ঢাকা এরিয়া	৮৪.৩২	৯০৭.২৮
	ছাদ স্তর ঢাকা এরিয়া	১৮.০৭	১৯৪.৪৩

জমির পরিমাণ ১৭৩১.৯৩ বর্গফুট সহ, আরএস দাগ নং ২৩৯২ (অংশ) মোট ১৭৩১.৯৩ বর্গফুট সমতুল ২.৪০ কাঠা, মৌজা- তেঁতুলকুলি, জেএল নং ৫৪, থানা - ডোমজুড়, হাওড়া জেলা, পশ্চিমবঙ্গ দলিল-উপ-ইজারা নং আই- ১৯০১-০৭৯১৯/২০১৮ রেজিস্ট্রিকৃত - এআরএ-আই, কলকাতা জেলা : কলকাতা, ১২/১০/২০১৮ তারিখে এবং অবস্থিত অনুর্বর জমি এবং উক্ত জমির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :
উত্তরে : তেঁতুলকুলি মৌজা ও খালের দাগ নং ২৩৯২ এর পার্শ্ববর্তী খালি জমি
দক্ষিণে : ১০ মিটার চওড়া সারি
পূর্বে : সংলগ্ন ইউনিট নং এ/০৯/১৮
পশ্চিমে : সংলগ্ন ইউনিট নং এ/০৯/২০

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

তারিখ : ২ এপ্রিল ২০২৪
স্থান : কলকাতা

বারাসাতে ভোট বেড়েছে বিজেপির, তৃণমূল জিতেছে পরপর তিন বার

এবার ফুটবে কি! ঘাসফুল না পদ্ম?

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের চতুর্থ বারের জন্য জয় প্রায় নিশ্চিত বলেই ধরে নিয়েছেন তৃণমূলিরা। তবে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের এই আবেগে জল ঢেলে দিয়েছে বিগত দিনের ভোটের ফলাফলের পরিসংখ্যান। বারাসাতের এবাদের ডাকাবুকো বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার। তাঁর পাল্টা দাবি, 'কাকলি ঘোষ দস্তিদার ১৫ বছর ধরে চুরি করেছে, কাটমানি খেয়েছে। নিজের সাংসদ তহবিলের টাকা হাতিয়েছেন বারাসাতের সাংসদ। মানুষ সেটা দেখেছে, বুঝেছে। ফলে আমার প্রচার ও জেতাটা সহজ হবে।'

বিজেপি প্রার্থীর বক্তব্যের রেশ টেনেই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশের দাবি, বারাসাত কেন্দ্র থেকে কাকলির জয় যতটা সহজ মনে করেছে ঘাসফুল শিবির ততটা সহজ হবে না। কারণ বারাসাত লোকসভা এলাকার তৃণমূলের অন্দরে কোন্দল ছাই চআপা আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছে। সাংসদ হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও, বারাসাত সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে কাকলিকে অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। সাংসদ হিসেবে তার দক্ষতা থাকলেও দলের সভাপতি হিসেবে তার সাংগঠনিক দক্ষতা তেমন জোরদার নয়। ফলে দলীয় নেতা কর্মীদের কাছে ব্যক্তি কাকলির গ্রহণ যোগ্যতা প্রশ্ন চিহ্নের সামনে আছে। পাশাপাশি পরিসংখ্যান বলছে, বারাসাত লোকসভায় বিজেপি ভোট সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। ২০০৪ সালে বারাসাত কেন্দ্রে বিজেপি কোন প্রার্থী দেয়নি। সেবার বারাসাত থেকে সাংসদ হন বাম প্রার্থী সুব্রত বসু। ২০০৯ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার ৪২.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন। সেবারই প্রথম বারাসাত লোকসভার বিজেপি প্রার্থী হন ব্রতীন সেনগুপ্ত। তিনি ৪.৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে চলে আসে। দ্বিতীয় হয়ে যায় বামেরা। ২০১৪-র লোকসভায় ৩৪.৭৩ শতাংশ ভোট পেয়ে আবার বারাসাতের সাংসদ হন কাকলি। ওই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী জুনিয়র পিসি সরকার ১৯.৬১ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানেই থাকেন। সেবার বিজেপি ভোট বৃদ্ধি পায় প্রায় ১৫ শতাংশের বেশি। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে ৪৬.৪৪ শতাংশ ভোট পেয়ে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ের হ্যাটট্রিক করেন ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সেবার বিজেপি প্রার্থী হন মৃণালকান্তি দেবনাথ। তিনি ৩৮.৫৫ শতাংশ ভোট পেয়ে বামেদের সরিয়ে দ্বিতীয় স্থানে চলে আসেন। ভোট বৃদ্ধি পায় প্রায় ১৯ শতাংশ। বাম প্রার্থী হরিপদ বিশ্বাস ৮.৮৯ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে চলে আসেন। যে ভাবে ধাপে ধাপে বিজেপি ভোট শতাংশ বেড়েছে সেই ধারা বজায় থাকলে কাকলি যে বিপাকে পড়তে পারেন, তা অস্বীকার করা যায় না।

বারাসাত লোকসভা কেন্দ্র

ধাপে ধাপে ভোট বেড়েছে বিজেপির

২০০৯- বিজেপির প্রাপ্ত ভোট: ৪.৫১ শতাংশ

২০১৪- বিজেপির প্রাপ্ত ভোট: ১৯.৬১ শতাংশ

২০১৯- বিজেপির প্রাপ্ত ভোট: ৩৮.৫৫ শতাংশ

এছাড়াও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যবাসীর মধ্যে শাসক বিরোধী মনোভাব ক্রমশ বেড়েছে। বিজেপির দাবি, পাশাপাশি পদ্ম শিবিরের দিকে জনতা ঝুঁকছে। বিশেষত লোকসভা ভোটে সেই ট্রেন্ড হচ্ছে।

তার মধ্যে এবারের বিজেপি প্রার্থী বনগাঁ দক্ষিণ বিধায়ক স্বপন মজুমদার পদ্ম শিবিরে জনপ্রিয় নেতা। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা। তাঁর দাবি, তিনি নিজে মতুয়া হওয়াতে বিগত দিনের বিজেপি প্রার্থীদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে আছেন। ফলে বিজেপি ও স্বপন মজুমদারের বিশ্বাস, এবার বারাসাতে ফুটবে পদ্মই।

তৃণমূল ও বিজেপি উভয় প্রার্থীই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। পরিসংখ্যান ও বাস্তব পরিস্থিতি সবটাই দেখে রাজনৈতিক মহলের দাবি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বারাসাত কেন্দ্র নিয়ে। কেউই সহজে জয় পাবেন না। ফলে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্র ক্রমশই হাইভোল্টেজ কেন্দ্র হয়ে উঠছে। এখন দেখার বারাসাত লোকসভায় ঘাসফুল ফোঁটে, নাকি পদ্ম। তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে নির্বাচনী ফল ঘোষণা পর্যন্ত।

তৃণমূলের দুর্নীতির অভিযোগ ও ভাতার প্রতিবাদে সরব আরামবাগের বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ভাতা আছে কিন্তু শিক্ষিত বেকারদের চাকরি নেই। ভিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু স্বনির্ভর করার জন্য কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা করা যাবে না। লোনের লোভ দেখিয়ে শিক্ষিত বেকার ছেলেরা ব্যাঙ্কে বার বার গিয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরবেন, অথচ শিল্প নেই। মহিলাদের লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়ে মাতৃশক্তিকে অপমান করতে পারে তৃণমূল, কিন্তু তাঁদের স্বনির্ভর করে আর্থিক উন্নয়ন ঘটনার কোনও পরিকল্পনা নেই। এমনটাই অভিযোগ করলেন আরামবাগ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অরূপ দিগার।

তিনি আরও দাবি করেন, সরকারি চাকরি আছে, তবে সবার জন্য নয়। যাঁরা কাটমানি হিসাবে শাসকদলের নেতা ও একশ্রেণির অসাধু সরকারি আমলাদের পনেরো থেকে কুড়ি লক্ষ টাকা দিতে পারবেন, তাঁদের জন্য সরকারি চাকরি আছে। এই রকম এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন রাজ্যের উচ্চ শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবতীরা। তাঁদের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি দিতেই আরামবাগ লোকসভার মানুষ বিজেপি প্রার্থীকে আশীর্বাদ করবে।

তাঁর আরও দাবি, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোনও স্বচ্ছতা নেই। কেবল পুঁজিপতি অযোগ্য ছেলে মেয়েদের লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সরকারি চাকরিতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। সরকারি পরীক্ষার নামে প্রহসন হচ্ছে বলে অভিযোগ। ভাতার নামে ভিক্ষা দিয়ে ভোট পেতে চাইছে। এই জন্যই বাংলার সামাজিক, আর্থিক অবক্ষয় বাড়ছে। চারিদিকে বেকারদের হাহাকার শোনা যাচ্ছে। লোকসভা ভোট পরিস্থিতিতে সেই হতাশার সুর এখন আকাশে বাতাসে শোনা যাচ্ছে। অথচ শাসকদল উদাসীন। আর উদাসীন হবে না কেন? এই প্রশ্ন তুলছেন বুদ্ধিজীবীরা।

তাঁদের দাবি, ভাতা বা ভিক্ষা দিয়ে যদি ভোট পাওয়া যায়, তা হলে শিক্ষিত বেকারদের চাকরি দিয়ে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার অধিকার দিয়ে কী হবে। চাকরি দিয়ে বা শিল্প করলে তো বহু টাকা খরচ করতে হবে। তার চেয়ে বরং মেলা, খেলা ও উৎসব করে স্থানীয় চুনোপুঁটি নেতাদের পকেট ভরালে ভোটের সময় কাজে লাগবে। তাই যখনই হইচই হবে তখনই একটা প্রকল্পের মাধ্যম্যে ভাতার ব্যবস্থা করে দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে। জনগণকে বোকা বানানোর আর এক নাম ভাতা প্রকল্প। আর এই ভাতা প্রকল্পের ফাঁদে পড়ে পদপিষ্ট হলেও সাধারণ মানুষের হুঁশ এখন ফিরবে বলে মনে হয় না। তবে যেদিন জনগণের হুঁশ ফিরবে তখন হয়তো বাংলার আর্থ সামাজিক অবস্থা কেমন থাকবে, তা সময় বলবে।

এক বিজেপি নেতার দাবি, 'ভাতা প্রকল্পের সুবিধা ও অসুবিধা সবই এখন জনগণের হাতে। জনতা জনার্দন এখন যা করবে তাই হবে। আশা করি বাংলার মঙ্গলের জন্য ভেদাভেদ ভুলে সকল রাজনৈতিক সচেতন মানুষ গণতন্ত্রকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করবে। এটাই প্রার্থনা আপামর বাঙালির।'

'ভোট ফর নোটা'র প্রচারের অভিযোগ উলুবেড়িয়া বিজেপির একাংশের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: উলুবেড়িয়ায় বিজেপির একটা অংশ 'ভোট ফর নোটা'র প্রচার চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ। যদিও বিজেপি প্রার্থী অরুণউদয় পাল চৌধুরীর দাবি, তৃণমূলের থেকে টাকা খেয়ে এই সব করছেন।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই বিজেপির একটি অংশ ক্ষোভ প্রকাশ শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে দলীয় সূত্রে। দলীয় সূত্রে আরও খবর, এই মুহূর্তে উলুবেড়িয়ায় নব্য ও পুরাতন বিজেপি কর্মীদের মধ্যে স্নায়ুর লড়াই চলছে। এখনও অনেক পুরনো কর্মীদের মাঠে দেখা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে সামাজিক মাধ্যমে 'ভোট ফর নোটা'র প্রচার চালাচ্ছেন বিজেপির একটা অংশ। আমতা ২নং মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি প্রভাস মেউর প্রার্থী ঘোষণার পরপরেই সামাজিক মাধ্যমে 'ভোট ফর নোটা' লিখে পোস্ট করেন। যা নিয়ে এই মুহূর্তে জোর চর্চা চলছে উলুবেড়িয়া লোকসভা জুড়ে।

বিষয়টি নিয়ে বিজেপি প্রার্থী অরুণউদয় পাল চৌধুরীর দাবি, যে বা যাঁরা এই সব করছেন, তাঁরা বিজেপি করেন না। তৃণমূলের থেকে টাকা খেয়ে এই সব করছেন। অন্যদিকে তৃণমূলের হাওড়া গ্রামীণ জেলা সভাপতি অরুণাভ সেনের দাবি, এসব ওদের দলের বিষয়। তৃণমূলের কিছু যায় আসে না। ওদের কিছু নেই।

গনিখানের পরিবারকে নিশানা দক্ষিণ মালদার তৃণমূলের প্রার্থীর

গনিখানের বিকল্প নেই : কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: 'গনিখান চৌধুরী নাম ভাঙিয়ে খালি পদগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে আমি জমিদার পরিবারের ছেলে নই। অত্যন্ত সাধারণ ঘরের ছেলে। এখনও আমার ক্ষমতা রয়েছে মোথাবাড়ি থেকে ১৫ কিলোমিটার রাস্তা সাইকেল চালিয়ে মালদা শহরে আসার।' মঙ্গলবার ইংরেজবাজার ব্লকের অমৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাত এলাকায় শতাধিক মহিলাদের উপস্থিতিতে সভায় এমনটাই বললেন, দক্ষিণ মালদার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হান। এদিন কামাত এলাকার একটি আমবাগনে সংশ্লিষ্ট এলাকার শতাধিক মহিলাদের উপস্থিতিতেই একটি সভা করেন দক্ষিণ মালদার তৃণমূল প্রার্থী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইংরেজবাজারের ব্লক তৃণমূল সভানেত্রী প্রতিভা সিংহ-সহ অন্যান্যরা। সেই আমবাগানের সভাতেই শতাধিক মহিলারা উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্প লক্ষ্মী ভাণ্ডারের কথা তুলে ধরেন তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হান। পাশাপাশি গনিখানের পরিবারকেও সমালোচনার মাধ্যমেই বিঁধেছেন তৃণমূল প্রার্থী। এরপরে এদিন বিকালে মালদা শহরের উত্তর বালুচর এলাকায় হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়েও নির্বাচনী সভা করেন দক্ষিণ মালদার তৃণমূল প্রার্থী। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

অমৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাতে এলাকায় এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে

দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বলেন, 'একসময় গনিখান চৌধুরী সাংসদ এবং মন্ত্রী থাকাকালীন মালদার জন্য অনেক কাজ করেছেন। এরপর কয়েক যুগ কেটে গিয়েছে। গনিখান সাহেব আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর নাম ভাঙিয়ে তাদের পরিবারের অনেকেই বারবার ভোটে জিতে কোনও কাজই করছেন না। এমনকী মালদার যে দুই সাংসদ রয়েছেন তাঁরা ঝিমোচ্ছেন, ঘুমোচ্ছেন। পার্লামেন্টে গিয়ে মালদার ভাঙন থেকে শুরু করে নানা সমস্যা নিয়ে কোনও কথা বলেন না। শুধু গনি খানের নাম ভাঙিয়েই পদ নিয়ে বসে থাকছেন।'

প্রার্থীর সংযোজন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে এই কেন্দ্রের প্রার্থী করেছেন। অনেকেই বলছেন আমি নাকি বিদেশ থেকে এসেছি, ফলে মালদার মানচিত্র সম্পর্কে কিছু জানা নেই। কিন্তু যারা এই সমালোচনা করেছেন তাঁদেরকে বলে রাখি, আমি মালদার ছেলে। ছোট থেকে খুব কষ্ট করে মানুষ হয়েছি। মুড়ি চানাচুর খেয়েছি, আম বাগানে আম কুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়েছি। সাইকেল চালিয়ে মোথাবাড়ি থেকে মালদা শহরে এসেছি। অনেক কর্মঠ জীবন পেরিয়ে শিক্ষা অর্জন করেছি। ফলে সাধারণ এবং গরিব মানুষের দুঃখ- দুর্দশা সবই বুঝি। আমি মালদার সেই জমিদার বাড়ির মতো নয় যে, একজনের নাম ভাঙিয়ে নির্বাচনের সময় ভোটে দাঁড়াব। আর তারপর সারা বছর তাঁদের দেখা যাবে না। তাই এবারের তৃণমূলকে জয়ী করুন দেখুন আরও উন্নয়ন হবে।'

এদিকে তৃণমূল প্রার্থীর এই সমালোচনা প্রসঙ্গে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী ইশাখান চৌধুরী বলেন, 'গনিখান চৌধুরী বিকল্প কেউ হতে পারবে না। উনি গোটা বাংলার জন্য ভেবেছিলেন। হঠাৎ করে বাইরে থেকে এসে একজন প্রার্থী কোতুয়ালি প্রসঙ্গে এরকম মন্তব্য করছেন। মানুষ গনিখানকে ভুলে যায়নি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরোধিতা করার মতো কংগ্রেসই রয়েছে। তাই ওদের সরিয়ে মানুষ এবারে কংগ্রেসকেই নির্বাচিত করবে।'

ঠিকাদারদের কাছ থেকে কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ প্রধানের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: লোকসভা ভোটের মুখে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তৃণমূল অঞ্চল প্রধানের বিরুদ্ধে। সরকারি প্রকল্পের কাজে কাটমানি না দেওয়ায় বিল আটকে রাখার অভিযোগ উঠল আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের কিশোরপুর এক নম্বর অঞ্চলের প্রধান অর্পিতা বরের বিরুদ্ধে। যদিও ওই অঞ্চল প্রধান অর্পিতা বর তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, কাজের গুণগত মান ভালো না হওয়ার জন্য বিল আটকে রাখা হয়েছে। এমনকি কাজ এখনও শেষ করতে পারেননি বলে দাবি করেন ওই অঞ্চলের মহিলা প্রধান।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সরকারি কাজের বরাত পাওয়ার পর ঠিকাদারদের কাছ থেকে কাটমানি চাওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, কিশোরপুর এক নম্বর অঞ্চলের প্রধান অর্পিতা বর দশ শতাংশ করে কমিশন চান। কিন্তু ঠিকাদাররা সেই কমিশন দিতে অস্বীকার করেন। দীর্ঘ দু' মাস বিল আটকে রাখা হয়। তাঁদের দাবি, বহু লক্ষ টাকা ঋণ করে কাজ করেন ঠিকাদাররা। সরকারি কাজ শেষ করে টাকা পেলে সেই টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করেন। আর সামান্য লভ্যাংশ দিয়ে সংসার চলে তাঁদের।

অভিযোগ, কিশোরপুর অঞ্চলের প্রধান সরকারি কাজে কমিশন চান। আর সেই জন্যই সমস্যায় পড়েন ঠিকাদাররা। এই এই বিষয়ে ঠিকাদার সুশান্ত জানার দাবি, 'দশ শতাংশ কাটমানি চাওয়া হয়। কাজ সম্পূর্ণ হয়ে ইঞ্জিনিয়ারের সই করিয়ে বিলও জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু বিল আটকে রাখা হয়েছে। ছ'টি প্রকল্পে ১৯ লক্ষ টাকার কাজ করা হয়েছে।

সময়মতো কাজ শেষ করেছি। অনলাইন টেন্ডার হয়েছিল। টাকা না পেয়ে বিডিও ও পঞ্চায়েতে অভিযোগ করেছি এবং হাইকোর্টেও মামলা করেছি। দশ শতাংশ করে কমিশন দিয়ে কাজ করা যাবে না।'

ঠিকাদার প্রণব মাইতির দাবি, 'একই সমস্য। দেড় লক্ষ টাকার কাজ করে টাকা পাইনি। বিল আটকে দেওয়া হয়েছে।' অপরদিকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অঞ্চল প্রধান অর্পিতা বর দাবি করেন, 'তাঁদের কাজ পছন্দ হয়নি তাই বিল আটকে রেখেছি। দশ শতাংশ কাটমানি খাওয়ার ঘটনা একেবারেই মিথ্যা কথা। আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ওই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অমিত বটব্যাল দাবি করেন, 'বিষয়টা জানা আছে। প্রধান ম্যাডামকে অনেকবার অনুরোধ করেছিলাম বিলটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু উনি কেন ছাড়েননি তা জানি না। তবে কাটমানির বিষয়টা জানি না।' সবমিলিয়ে এদিন খানাকুলের কিশোরপুর অঞ্চলের প্রধানের বিরুদ্ধে কাটমানি খাওয়া অভিযোগ ওঠায় শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়।

কল্যাণী এইমসে চাকরির নামে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: কল্যাণী এইমসে চাকরি দেওয়ার নাম করে ৭২ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগের পর্দা ফাঁস করল হরিপাল থানার পুলিশ। প্রতারণার অভিযোগে ইতিমধ্যেই চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে হরিপাল থানার পুলিশ। এই প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত আরও বেশ কিছু প্রতারকের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

মঙ্গলবার হরিপাল থানায় সাংবাদিক বৈঠক করেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষাণু রায়। পুলিশ সুপার জানান, বেশ কিছুদিন আগেই চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ জমা পড়ে হরিপাল থানায়। এরপরেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে উঠে আসে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত প্রথমে বাপ্পা রাউত নামে এক ব্যক্তিকে নদিয়ার কল্যাণী থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গত মাসের ১৯ তারিখ বাপ্পা রাউতকে আদালতে পাঠায় পুলিশ। বাপ্পা রাউতকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং এই চক্রের সঙ্গে জড়িত দীপক দাস নামে আরও এক ব্যক্তিকে দুর্গাপুর থেকে গ্রেপ্তার করে। এঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও দুই প্রতারকের খোঁজ পায় পুলিশ। এমডি বাসার ও সুপ্রিয় বিশ্বাস নামে দু'জনকে তমলুক ও রানাঘাট থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বর্তমানে জেল হেপাজতে আছে বাপ্পা রাউত এবং বাকি তিনজনকে

পুলিশি হেপাজতে নিয়ে তদন্ত গতি আনতে বা এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা কারা জড়িত তঁদের খোঁজ পেতে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। অভিযুক্তদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে নিয়োগপত্র সম্পর্কিত বেশ কিছু জাল নথি, ভুয়ো নিয়োগপত্র, দু'টি মোবাইল সহ একটি চার চাকার গাড়ি। অভিযুক্তরা নিজেদের কল্যাণী এইমসের কর্মচারী এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে পরিচয় দিয়ে গোটা রাজ্যেই জাল বিছিয়েছিল বলে দাবি পুলিশের।

সাংবাদিক বৈঠক করে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষাণু রায় আরও জানান, শুধু হুগলি জেলায় নয়, পুরো রাজ্যেই এই প্রতারণার জাল ছড়িয়ে রয়েছে। প্রতারকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযোগকারী হরিপালের বাসিন্দা। তাঁর দাবি, ২০২১ সালে দীপক দাসের সঙ্গে পরিচয় হয়। দীপক নিজেকে রাজ্য সরকারের বড় অফিসার বলে পরিচয় দেন। এরপরই ওই ব্যক্তিকে চাকরির টোপ দেন দীপক দাস।

অভিযোগ, তাঁর নিজের আত্মীয়দের কল্যাণী এইমসে চাকরি করে দেওয়ার জন্য ধাপে ধাপে ৭২ লক্ষ টাকা দেন দীপক দাস সহ কয়েক জনকে। এরপর তাঁদের ভুয়ো নিয়োগপত্র দেওয়া হয় ধাপে ধাপে পরীক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। চার মাস পরই ওই ব্যক্তি জানতে পারেন, তাঁর আত্মীয়ারা প্রতারণার শিকার। গত বছর ডিসেম্বর মাসে হরিপাল থানায় লিখিত অভিযোগ করেন অভিযোগকারী। এরপরই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, এর আগেও একাধিক দপ্তরে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল দীপক দাসকে।

ইসিএল খনি দুর্ঘটনায় মৃত ২, ঠিকা সংস্থার বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ইসিএল চিনাকুড়ি খনিতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই ঠিকা শ্রমিকের। মঙ্গলবার ওই খনিতে খনির ভিতরে যাওয়ার ডুলির যন্ত্রাংশ মেরামতির কাজ চলছিল ঠিকা সংস্থার তত্ত্বাবধানে। সেই সময় খনির ওপরে ডুলির ওঠানামার গার্ডার ছিঁড়ে দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় একজন অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিক খনির কয়েকশো ফুট ভিতরে পড়ে যান। অন্য আরও একজন ডুলির মধ্যে পড়ে যান। একজনকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়, এখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি খনির ভেতরে পড়ে যাওয়া অপর ঠিকা শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়। যদিও দু'জনেরই মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে কোলিয়ারির শ্রমিকরা খনি শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বরা উপস্থিত হয়ে একই সঙ্গে কর্মরত অবস্থায় মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি করেন। খনি শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন কুলটির বিধায়ক অজয় পোদ্দার। তিনি বলেন 'শ্রমিকদের কোনওরকম সুরক্ষা না দিয়ে কাজ করাচ্ছে ঠিকা সংস্থা।'

কাঁকসায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৩ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার বিরুডিহায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জন বাইক ও এক সাইকেল আরোহীর। মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে কাঁকসার বিরুডিহার কাছে দু' নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দুর্গাপুরগামী রাস্তায়। দুর্ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয়রা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছলে তাদের দেখে মারমুখী হয়ে ওঠে জনতা। পরে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছন কাঁকসা থানার আইসি পার্থ ঘোষ, এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ইস্ট, ট্র্যাফিক গার্ডের ওসি।

কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, লরিটি দুর্গাপুর যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক সাইকেল আরোহী ও একটি বাইকে ধাক্কা মেরে বাইকের ওপর উলটে যায়। লরিতে ফেরো ম্যাঙ্গানিজ বোঝাই করা ছিল। তাতে চাপা পড়ে এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়। লরির তলায় চাপা পড়ে এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। অপর বাইক আরোহীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রায় ২ ঘণ্টার চেষ্টায় তিনটি ক্রেনের সাহায্যে লরিটিকে অন্যত্র সরিয়ে লরির তলায় চাপা পড়া বাইক আরোহীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি হওয়া বাইক আরোহীর চিকিৎসা চলাকালীন তাঁরও মৃত্যু হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই লরিটিকে ওই দুই বাইক আরোহী পানাগড় থেকে ধাওয়া করে আটকানোর চেষ্টা করতেই এই দুর্ঘটনা। মৃত দুই বাইক আরোহী ফাইন্যান্স কোম্পানির রিকভারি এজেন্টের কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। যদিও কাঁকসার এসিপি জানিয়েছেন, এই বিষয়টি তাঁরা খতিয়ে দেখছেন কী ভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল।

বিসিডব্লিউতে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মানসিক অবসাদে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন বছর ৪২ এর এক ব্যক্তি। তাঁর নাম সুনীল বাউরি। তিনি পেশায় দিনমজুরের কাজ করতেন।

জানা গিয়েছে, তাঁর বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের সাঁওতালডি থানার আয়ত্তে থাকা বিসিডব্লিউ পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত আগুইটাঁড় গ্রামে হলেও, তিনি বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর পরিবার নিয়ে বিসিডব্লিউ বাসস্ট্যান্ডে একটি বাড়িতে বসবাস করতেন। মঙ্গলবার সকালে পরিবারের আত্মীয়রা তাঁকে বাড়ির কড়িকাঠের সঙ্গে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখে বিসিডব্লিউ ফাঁড়ির পুলিশকে জানালে পুলিশ ফাঁস কেটে তাঁকে উদ্ধার করে চেলিয়ামার বাঁন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ চেলিয়ামার বাঁন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

মতুয়াদের মেলা নিয়ে ঠাকুরবাড়ির রাজনীতি সরগরম, জারি ১৪৪ ধারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: ঐতিহ্যবাহী মতুয়াদের ধর্মীয় মেলা নিয়ে সরগরম ঠাকুরবাড়ির রাজনীতি, জারি হল ১৪৪ ধারা। চলতি মাসের ৬ তারিখ থেকে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবারও অনুষ্ঠিত হবে মতুয়াদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় বারুণী মেলা। এবার ৭০ বছরে পড়ল এই মেলা।তবে এই মেলাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁ লোকসভার সাংসদ শান্তনু ঠাকুর সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ করেন, 'মতুয়াদের ধর্মীয় মেলা বন্ধ করার জন্য মমতা ঠাকুর ১৪৪ ধারা জারি করার আবেদন জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মেলায় যাতে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকে সে নিয়েও চক্রান্ত করে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে আমাদের জানানো হয় তারা বিদ্যুৎ দিতে পারবে না।' শান্তনুবাবুর দাবি, 'যতই ১৪৪ ধারা জারি হোক না কেন, মেলা হবেই আর ভক্তদের সমাগমও হবে।' পালটা তৃণমূলের রাজ্য সভার সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর বলেন, 'মেলায় দুষ্কৃতীমূলক কার্যকলাপ রুখতে ১৪৪ ধারা জারি করা হবে। এতে মতুয়া মেলায় আসা ভক্তদের কোনও অসুবিধা হবে না। মেলায় একটি লাইসেন্স থাকবে। সেখানে দু'টি লাইসেন্স কি করে।' লাইসেন্স দেখে মেলার দোকানের বিল কাটতে বলেছেন তিনি।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের হেনস্থায় আত্মঘাতী ছাত্র!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের হেনস্থায় দশম শ্রেণির এক ছাত্র গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয় বলে অভিযোগ। মৃদেহ ময়নাতদন্ত হল মঙ্গলবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। মৃত যুবকের নাম ওসমান গনি চৌধুরী। সে শক্তিগর সাফদার হাসমি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। মৃত ছাত্রের বাবা ও মা কর্মসূত্রে মহারাষ্ট্রে থাকেন। বাড়িতে জেঠু জেঠিমার তত্ত্বাবধানে থাকত ওই ছাত্র।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুরে ওই যুবক হাত ভাঙা অবস্থায় ইউনিট টেস্ট পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল স্কুলে। তখন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ওই যুবককে কয়েকদিন স্কুলে না আসায় তাকে পরীক্ষায় বসতে দেননি এবং তাকে স্কুলে সমস্ত ছাত্রী ছাত্রীদের সামনে হেনস্থা করে মারধর করে স্কুল থেকে বার করে দেন বলে অভিযোগ। সেই অভিমানে বাড়িতে এসে ঘরে কেউ না থাকার সুবাদে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয় সে।

পুনর্বাসন সহ বিভিন্ন দাবিতে খোলামুখ খনির কাজ বন্ধ, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: ইসিএলের কেন্দা এরিয়ার সিদুলি ওসিপিতে মাত্রাতিরিক্ত ব্লাস্টিংয়ের ফলে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। তাঁদের দাবি, ব্লাস্টিংয়ের ফলে কেঁপে উঠছে বসতি এলাকা, বাড়ির দেওয়ালে ধরছে ফাটল। সংস্থার আধিকারিকদের বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের। ব্লাস্টিংয়ের মাত্রা কমানো ও ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির সংস্কারের দাবিতে মঙ্গলবার সকালে সিদুলি এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ ওসিপির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান।

বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন খান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গণেশ বাদ্যকর সহ অন্যরা। তাঁর দাবি, ক্রমাগত ব্লাস্টিংয়ের ফলে এলাকার ঘরবাড়ির ক্ষতি হচ্ছে। সেই কারণে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। বাসিন্দারা নিজেরা আজ ওসিপির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। পাশাপাশি তাঁরা পুনর্বাসন চান, কর্তৃপক্ষ দ্রুত বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক। গনেশবাবু বলেন, 'আমরা বাসিন্দাদের এই দাবির পক্ষে।' বিক্ষোভ প্রসঙ্গে সিদুলি খোলামুখ খনির ম্যানেজার অরবিন্দ চৌধুরীর দাবি, বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা হয়নি। তবে দ্রুত বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করা হবে।

আমডাঙা ভাইয়ের হাতে দাদা খুন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: ভোটের মুখে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে ভাইয়ের হাতে দাদা খুনের অভিযোগ উঠল আমডাঙায়। মৃতের নাম শওকত আলি মণ্ডল। আমডাঙার বড়গাছিয়া গ্রামের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগ, সম্পত্তিগত বিবাদে দুই পরিবারের মধ্যে হাতাহাতি, মারধরের ঘটনায় ঘটে। সেই ঘটনায় গুরুতর চোট পান শওকাত আলি মণ্ডল। বারাসত হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় সওকতের। অভিযুক্ত ছোট ভাই জাকির মণ্ডল সহ তিনজনকে আটক করেছে আমডাঙা থানার পুলিশ।

রাহুলের মন্তব্যের জবাবে কংগ্রেসকে তোপ মোদির

দেরাদুন, ২ এপ্রিল: ফের রাহুল গান্ধিকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতিকে 'যুবরাজ' বলে তোপ দেগে মোদি বলেন, 'ওঁরা দেশটা শাসন করেছেন ৬০ বছর। কিন্তু ১০ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকতেই দেশে আগুন লাগানোর কথা বলছেন।' ক'দিন আগেই রাহুল বলেছিলেন, বিজেপি যদি ফের ক্ষমতায় আসে, তাহলে সারা দেশে আগুন জ্বলবে। তাঁর মন্তব্যেরই পাল্টা মন্তব্য করবেল প্রধানমন্ত্রী।

উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুরে এক জনসভায় এদিন মোদি প্রশ্ন তোলেন, রাহুল যা বলেছেন তা কী করে 'গণতন্ত্রের ভাষা' হতে পারে। তাঁর আহ্বান, 'বেছে বেছে সাফ করে দিন, এবার এঁদের ময়দানে থাকতেই দেবেন না।' 'এমার্জেন্সি'র আমল তুলে কংগ্রেসকে খোঁচা মেরে মোদির মন্তব্য, 'কংগ্রেস আর গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। আর সেই কারণেই ওরা মানুষকে খোঁচা দিচ্ছে।'

গত রবিবারই রামলীলা ময়দানে রাহুলকে বলতে শোনা যায়, 'ইভিএম ছাড়া, ম্যাক্স ফিক্সিং ছাড়া, সোশাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যমকে চাপ দেওয়া ছাড়া বিজেপি ১৮০টা আসনও পাবে না। আর যদি এই গড়াপেটা নির্বাচনে বিজেপি জিতে যায় ওরা সংবিধান বদলে ফেলবে। গোটা দেশে আগুন জ্বলবে। আমার কথা মিলিয়ে নেবেন। দেশ আর থাকবে না।' মঙ্গলবার কংগ্রেস নেতার এই মন্তব্যের 'জবাব' খোঁচা দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

সেই সঙ্গেই মোদির জবাব, তিনি কোনও ধরনের হুমকিতে ভয় পান না। এবং সম্ভব হলে প্রতিটি দুর্নীতিপরায়ণ মানুষের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবেন। প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, 'আমাদের তৃতীয় বারের শুরুতেই দুর্নীতির উপরে বড় হানা হতে চলেছে। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি।'

দিল্লির আবগারি মামলায় গ্রেপ্তার আপ নেতা সঞ্জয় সিংয়ের জামিন মঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: দিল্লির আবগারি মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হওয়া আম আদমি পার্টির (আপ) নেতা সঞ্জয় সিংয়ের জামিন মঞ্জুর করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশকে হাতিয়ার করে নতুন করে নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করেছে আপ। দিল্লির মন্ত্রী তথা আপ নেত্রী অতিশী স্পষ্ট জানালেন, মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে সঞ্জয়ের শুনানি এবং জামিন মঞ্জুরের নির্দেশের থেকেই বোঝা যাচ্ছে আবগারি মামলায় আপের অবস্থানই ঠিক। এই মামলায় ইডি বার বার ঘুষের কথা বলছে। কিন্তু দু'বছর তদন্ত করেও আবগারি মামলায় কোনও টাকা খুঁজে পায়নি ইডি।

দিল্লির আবগারি মামলায় এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তার মধ্যে রয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া, ভারত রাষ্ট্র সমিতির (বিআরএস) নেত্রী কে কবিতা। বর্তমানে সকলেই তিহার জেলে রয়েছেন। এই তিহারের ৭ নম্বর সেলে ছিলেন সঞ্জয়ও। মাস ছয়েক আগে তাঁকে এই আবগারি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে।

তার পরই আপের তরফে অতিশী বলেন, 'আদালত ইডিকে জিজ্ঞেস করেছে এই মামলায় যে টাকার কথা বলা হচ্ছে, তার উৎস কী, সেই টাকা কোথায় গেল? গত দু'বছর ধরে ইডি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের কোনও উত্তর ছিল না তদন্তকারী সংস্থার কাছে।' তিনি দাবি করেন, আপ নেতাদের ফাঁসাতে তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী তৈরি করেছে ইডি। তাঁর কথায়, 'মানুষকে ভয় দেখিয়ে এবং হুমকি দিয়ে সাক্ষী করা হয়েছিল। যাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, তাঁরা যদি আপের বিরুদ্ধে কথা না বলেন তবে তাঁদের ভয় দেখানো হচ্ছে।'

দিল্লি সরকারের আবগারি নীতি বদলের জন্য বেআইনি অর্থ লেনদেনে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ৪ অক্টোবর সকাল থেকেই আপের রাজ্যসভা সাংসদ সঞ্জয়ের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছিল ইডি। বিকেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এর পর দু'দফায় তাঁকে ইডি হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল রাউস অ্যাভিনিউ বিশেষ আদালত। সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পাঠানো হয়েছিল তিহার জেলে।

পুত্রের জামিনের খবর জানতে পেরে আনন্দে কেঁদে ফেলেন সঞ্জয়ের মা রাধিকা সিং। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'একমাত্র আমিই জানি আমি কতটা খুশি। ও (সঞ্জয় সিং) জামিন পেয়েছে, এটা সত্যিই খুব ভাল খবর। যখন আমার নির্দোষ ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তখন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। আমার ছেলে কিছুই করেনি, তার পরও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।' তিনি আরও বলেন, 'আমার ছেলে জেলে খুব কঠিন সময় কাটিয়েছে।'

সঞ্জয়ের জামিন নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিজেপি পাল্টা আপকেই নিশানা করেছে। বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা দাবি করেন, 'সুপ্রিম কোর্টে ইডি সঞ্জয় সিংয়ের জামিনের বিরোধিতা করেননি। এ বার থেকে আপ বলতে পারবে না কেন্দ্রীয় এজেন্সি বিশেষত ইডি বা সিবিআই রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট।'

বাল্টিমোর সেতু বিপর্যয়ে আটকে ভারতীয় নাবিকরা

তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকতে হবে জাহাজেই

নিউই ইয়র্ক, ২ এপ্রিল: বাল্টিমোরের সেতু দুর্ঘটনার পরে কেটে গিয়েছে এক সপ্তাহ। এখনও দুর্ঘটনাগ্রস্ত জাহাজেই আটকে রয়েছেন সেখানে কর্মরত ভারতীয় নাবিকরা। জানা গিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের ওই জাহাজেই থাকতে হবে। কতদিনে তদন্ত শেষ হবে, সেটা কারোওরই জানা নেই।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, যতদিন না বাল্টিমোরের সেতু দুর্ঘটনার তদন্ত শেষ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ওই এলাকা ছাড়তে পারবেন না নাবিকরা। কারণ তদন্তে নানারকম তথ্য পাওয়া যেতে পারে তাঁদের থেকে। দুর্ঘটনার কবলে পড়া জাহাজের মালিক সংস্থার মুখপাত্র জানিয়েছেন, 'আমরা জানি না কতদিন ধরে তদন্ত চলবে।' জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই নাবিকদের জেরা করেছেন মার্কিন আধিকারিকরা। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রও জাহাজ থেকে সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিপজ্জনক দাহ্য পদার্থ ছিল ওই জাহাজটিতে।

উল্লেখ্য, গত সোমবার 'দালি' নামের জাহাজটি শ্রীলঙ্কায় যাচ্ছিল। এর মধ্যে ছিল ৪ হাজার ৭০০টি কন্টেনার। আচমকাই বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটে জাহাজটিতে। আর তার পরই সেটি ধাক্কা মারে সেতুতে। সঙ্গে সঙ্গে প্যাটাপস্কো নদীতে ভেঙে পড়ে অতিকায় সেতুটি। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, জাহাজের এক ভারতীয় নাবিক চোট পেয়েছিলেন দুর্ঘটনায়। তাঁকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসার পর তিনি ফের সেই জাহাজেই ফিরে আসেন।

সবমিলিয়ে ২১ জন নাবিক ছিলেন ওই জাহাজে। তার মধ্যে ২০ জনই ভারতীয়। দুর্ঘটনার পরে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক জানায়, নাবিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। কিন্তু কবে আটকে পড়া নাবিকদের দেশে ফেরানো যাবে, সেই নিয়ে কোনও সদুত্তর মেলেনি মন্ত্রকের তরফে। প্রথমে মনে করা হচ্ছিল, সেতুর ভাঙা টুকরো সরিয়ে ফেলার পরেই হয়তো রেহাই পাবেন নাবিকরা। কিন্তু আপাতত মুক্তি মিলবে না তাঁদের।

জেল থেকেই চলবে দিল্লির সরকার, চালাবেন কেজরিওয়ালই

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: গ্রেপ্তার হওয়ার পরও মুখ্যমন্ত্রী পদেই রয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আম আদমি পার্টির তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে পদত্যাগ করছেন না মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার কেজরিওয়াল তিহার জেলে যাওয়ার পর নতুন করে বাড়ে জল্পনা। তবে মঙ্গলবার কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতার সঙ্গে দেখা করে আপ বিধায়করা পরামর্শ দেন, কোনও অবস্থাতেই যেন পদত্যাগ না করেন কেজরিওয়াল। জেল থেকেই যে সরকার চলবে, সে কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁরা। আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হেপাজতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেজরিওয়ালকে।

এদিন মোট ৫৫ জন আপ নেতা সুনীতা কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করেন। গত কয়েকদিন ধরে সুনীতাকে নিয়ে চর্চা হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। অনেকেই মনে করছেন, পরবর্তীতে আম আদমি পার্টির অন্দরে বড় ভূমিকা নিতে চলেছেন কেজরিওয়ালের স্ত্রী। আপ বিধায়ক তথা আইনজীবী সোমনাথ ভারতী বলেন, 'সবাই সুনীতা কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই চান, কেজরিওয়াল যাতে কোনও অবস্থাতেই পদত্যাগ না করেন। তিনি আরও দাবি করেন, বিজেপির ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে আছে গোটা দিল্লির মানুষ। দিল্লির সাত লোকসভা আসনেই বিজেপি হারবে বলে মনে করছেন তিনি।

তবে জেল থেকে কীভাবে রাজ্য প্রশাসন চলবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সব মহলেই। এর আগে জয়ললিতা, লালু প্রসাদ যাদব, হেমন্ত সোরেনের মতো যে সব নেতা-নেত্রীরা মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন জেলে গিয়েছেন, তাঁরা পদত্যাগ করেছেন। তাই অনেকেই মনে করছেন, পদত্যাগ করাই শ্রেয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অজয় রাস্তোগী এ বিষয়ে বলেন, এটা একটা বিরল পরিস্থিতি। তবে আমি মনে করি, জেলে থেকে এভাবে প্রশাসন চালানো উচিত নয়।

ফিনল্যান্ডের স্কুলে সহপাঠীদের উপর গুলিবর্ষণ ১২ বছরের পড়ুয়ার

হেলসিঙ্কি, ২ এপ্রিল: ফিনল্যান্ডের স্কুলে বন্দুক নিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাল ১২ বছরের পড়ুয়া। গুরুতর আহত হয়েছে ৩ পড়ুয়া। তার পর থেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসীরা। তবে আততায়ীকে ধরে ফেলেছে স্থানীয় পুলিশ।

ঘটনাটি ঘটেছে ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কির ভানটা এলাকায়। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল ন'টা নাগাদ স্কুলে ঢুকে আচমকাই গুলি চালাতে থাকে ১২ বছর বয়সি পড়ুয়া। ক্লাসরুমের মধ্যেও গুলি চলেছে বলে অভিযোগ। গুলিবৃষ্টির মধ্যে পড়ে তিন জন পড়ুয়া আহত হয়। তাদের সকলেরই ১২ বছর বয়স। গুলি চলার খবর পেয়েই স্কুল চত্বরে পৌঁছে যায় স্থানীয় পুলিশ। সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়, কেউ যেন বাড়ি থেকে না বেরোন। অপরিচিতদের দেখলেও দরজা না খুলতে পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ।

ঘটনার প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর হেলসিঙ্কি থেকেই আটক করা হয় অভিযুক্ত পড়ুয়াকে। যদিও তার পরিচয় প্রকাশ করেনি স্থানীয় পুলিশ। জানানো হয়েছে, আহত ৩ পড়ুয়ার বয়স ১২ বছর। তবে তাদের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক নয় বলেই জানা গিয়েছে। গোটা ঘটনায় স্তম্ভিত ফিনল্যান্ডের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মারি রান্তানেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'দিনের শুরুতেই একটা শক পেলাম। পড়ুয়াদের পরিবারের সদস্যরা এখন কেমন মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে, আমি সেটা কেবল অনুমান করতে পারি।'

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছিল বিশ্বের সুখীতম দেশের সূচক। সেখানে সুখীতম দেশের শিরোপা পেয়েছিল ফিনল্যান্ড। সেই সুখী দেশেই কেন এমন হিংসাত্মক আচরণ পড়ুয়ার? তবে ফিনল্যান্ডের বহু নাগরিকের কাছেই লাইসেন্স-সহ বন্দুক রয়েছে। কারণ, ফিনল্যান্ডের অনেকেই অবসর সময়ে শিকার করতে পছন্দ করেন। তবে বেশ কিছু কড়াকড়িও রয়েছে বন্দুকের আইনে। তা সত্ত্বেও কী করে ১২ বছরের পড়ুয়ার হাতে এল বন্দুক, উঠছে প্রশ্ন।

বিরোধী জোটের নাম কেন 'ইন্ডিয়া'?

জবাব চেয়ে শেষ সুযোগ দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: জোটের নাম আদৌ 'ইন্ডিয়া' রাখা যায় কি না, বিরোধী দল এবং কেন্দ্রকে জবাব দেওয়ার 'শেষ সুযোগ' দিল দিল্লি হাইকোর্ট। আদালত জানিয়ে দিল, আগামী ১০ এপ্রিলের মধ্যে সব পক্ষকে এ নিয়ে জবাব দিতে হবে।

গত বছর জুলাই মাসে বেঙ্গালুরুর মেগা বৈঠক করে ২৬টি বিরোধী দল সম্মিলিত জোট গঠন করে। ওই জোটের নাম দেওয়া হয় ইন্ডিয়া বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স। অর্থাৎ চব্বিশের লোকসভায় বিজেপিকে কেন্দ্র থেকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এই নামের মধ্যে দিয়ে দেশাত্মবোধ উস্কে দিতে চেয়েছিল বিরোধীরা। পাশাপাশি 'ইনক্লুসিভ' শব্দটি ব্যবহার করে বিজেপির বিভাজনের রাজনীতিকেও নিশানা করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

কিন্তু দ্রুতই বিরোধী জোটের ওই নাম নিয়ে আপত্তি ওঠে। রাজনৈতিক জোটের নাম 'ইন্ডিয়া' রাখা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন সমাজকর্মী গিরিশ ভরদ্বাজ। কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠনও ওই মামলায় যুক্ত হয়। তাঁরা দাবি করেন, জোটের নাম হিসেবে বিরোধী দলগুলিকে দেশের নাম ব্যবহার করতে যাবে না। দেশের নামকে তুচ্ছ রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করা যায় না।

সেই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১০ এপ্রিল। তার আগে মামলার দ্রুত শুনানির দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মামলাকারীরা। কিন্তু আদালত সেই দাবি খারিজ করে জানিয়ে দিল, সব পক্ষকে এ নিয়ে জবাব দেওয়ার শেষ সুযোগ দিচ্ছে। এই মামলায় আগেই কেন্দ্র, নির্বাচন কমিশন এবং ২৬টি বিরোধী দলকে নোটিস দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। এবার আদালত বলে দিচ্ছে, ১০ এপ্রিলের মধ্যে দলগুলিকে জবাব দিতে হবে। এটাই জবাব দেওয়ার শেষ সুযোগ।

বিজেপিতে যোগ না দিলেই গ্রেপ্তার! আশঙ্কায় অতিশী, রাঘব চাড্ডারা

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: 'বিজেপিতে যোগ না দিলে আমাকেও গ্রেপ্তার করবে ইডি', মঙ্গলবার এমনই দাবি করলেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির (আপ) নেত্রী অতিশী মারলেনা। শুধু তিনি একা নন, আরও তিন আপ নেতা গ্রেপ্তার হতে পারেন বলে জানিয়েছেন দিল্লির মন্ত্রী। অতিশী বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি শীঘ্রই আমার বাসভবনে ইডি অভিযান চালাবে। তার পর আমাকে গ্রেপ্তার করে হেপাজতে নেবে।'

মঙ্গলবার বিস্ফোরক মন্তব্য শোনা যায় অতিশীর মুখে। সাফ জানিয়ে দেন, কয়েকদিনের মধ্যে আপের চার নেতার বাড়িতে হানা দেবে ইডি। অতিশী ছাড়াও ইডি তল্লাশি হবে সৌরভ ভরদ্বাজ, দুর্গেশ পাঠক ও রাঘব চাড্ডার বাড়িতে। তার পরেই চার নেতাকে সমন পাঠিয়ে নিজেদের হেপাজতে নেবে ইডি। অতিশীর কথায়, 'আমাকে বলা হয়েছে, আপের পরবর্তী নেতাদের নিশানা করছে বিজেপি। তাই আমাদের বাড়িতে তল্লাশি করবে ইডি।'

সোমবার ইডি আদালতে জানিয়েছে, তদন্তে সহযোগিতা করছেন না অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তথা একদা আপের জনসংযোগ সংক্রান্ত দায়িত্ব দেখভাল করা বিজয় নায়ার তাঁকে কোনও কাজের জন্য কৈফিয়ত দিতেন না বলে জানিয়েছেন নাকি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ইডি দাবি করেছে, দিল্লির দুই মন্ত্রী অতিশী মারলেনা এবং সৌরভ ভরদ্বাজের নাম করে নাকি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যাবতীয় বিষয় তাঁদেরকেই জানাতেন বিজয়।

মঙ্গলবার অতিশী বলেন, 'আমার এক পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে বিজেপিতে যোগের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সোজাসুজি বলে দেওয়া হয়েছে, বিজেপিতে গিয়ে আমার রাজনৈতিক কেরিয়ার বাঁচাতে পারি। তা না হলে এক মাসের মধ্যে গ্রেপ্তার হতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে আপের সব নেতাকে জেলে ভরবেন।' কারণ বিরোধী ঐক্য দেখে ভয় পেয়েছে বিজেপি। একজন নেতাকে গ্রেপ্তার করলে আরও ১০ জন সেই অভাব পূরণ করতে এগিয়ে আসবে, মত অতিশীর। তবে এই অভিযোগ পেয়ে পালটা দিয়েছে বিজেপি। অতিশীকে গেরুয়া শিবিরের চ্যালেঞ্জ, বিজেপিতে যোগদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তার প্রমাণ দেখান।

ইজরায়েলি হামলায় গাজায় নিহত ৪ মানবাধিকার কর্মী

গাজা সিটি, ২ এপ্রিল: গাজায় খাবার, ওষুধ সরবরাহ করছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যেরা। ইজরায়েলের বিমান হানায় মৃত্যু হল বেশ কয়েক জনের। সংগঠনের দাবি, নিহতদের মধ্যে চার জন বিদেশিও রয়েছেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় খাবার, জরুরি জিনিস সরবরাহের কাজ করছিল 'ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেন' নামে একটি সংগঠন। তাদের সদর দফতর আমেরিকায়। সেই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা জস আন্দ্রেস জানিয়েছেন, মানবাধিকার কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের কখনওই নিশানা করা উচিত নয়। গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েল। সংগঠনের চার সদস্য এবং তাঁদের গাড়ির প্যালেস্তাইনি চালককে ডেইর এল-বালাহ্ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। হামাসের তরফে জানানো হয়েছে, নিহতদের এক জন ব্রিটেন, এক জন অস্ট্রেলিয়া, এক জন পোল্যান্ডের নাগরিক। চতুর্থ জনের পরিচয় জানা যায়নি।

সাইপ্রাস থেকে জলপথে গাজায় ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছে এই সংগঠন। গাজায় অস্থায়ী জেটিও তৈরি করে দিয়েছে তারা। এ বার তাদের সদস্যরাই নিহত হয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘ জানিয়েছে, গাজায় ২৪ লক্ষ মানুষ খেতে পাচ্ছেন না। আন্তর্জাতিক মহল থেকে এই নিয়ে চাপ এসেছে ইজরায়েলের উপর। তাদের বলা হয়েছে, গাজায় ত্রাণ পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সেই ত্রাণকর্মীরাই নিশানা হলেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ তাঁদের এক নাগরিকের মৃত্যুর কথা মেনে নিয়েছেন। ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছে আমেরিকা।

গত ৭ অক্টোবর গাজা-সংলগ্ন ইজরায়েলের ভূখণ্ডে হামলা চালায় হামাস। সেখানে ঢুকে অপহরণ করে বেশ কয়েক জনকে। পাল্টা গাজায় হামলা চালায় ইজরায়েল। সেখানে এখন পর্যন্ত মারা গিয়েছেন ৩২ হাজার ৮৪৫ জন। বেশির ভাগই শিশু এবং মহিলা।

আইপিএলে কোহলিদের টানা দ্বিতীয় হার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠে হেরে গেল বিরাট কোহলিদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। লোকেশ রাহুলের লখনউ সুপার জায়ান্টসের কাছে ২৮ রানে হেরে চাপ বাড়ল ফ্যাফ ডুপ্লেসির দলের উপর। প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ১৮১ রান করে লখনউ। জবাবে বেঙ্গালুরু করল ১৯.৪ ওভারে ১৫৩। কোহলিদের ইনিংসে ধস নামালেন অভিষেক ম্যাচে ১৫৫.৮ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে বল করা মায়াঙ্ক যাদব। মাত্র ১৪ রান খরচ করে ৩ উইকেট নিলেন তিনি। এ দিন তাঁর একটি বলের গতি ছিল ১৫৬.৭ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। যা এ বারের প্রতিযোগিতার দ্রুততম।

জয়ের জন্য ১৮২ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাল বেঙ্গালুরু। দলের প্রথম তিন ব্যাটার কিছুটা রান করলেও পরের দিকের ব্যাটারেরা দলকে ভরসা দিতেই পারলেন না। বড় রান অবশ্য কেউই পেলেন না। ওপেন করে কোহলি করলেন ১৬ বলে ২২। মারলেন ২টি চার এবং ১টি ছয়। অপর ওপেনার ডুপ্লেসির অবদান ১৩ বলে ১৯। ৩টি চার মারলেন বেঙ্গালুরু অধিনায়ক। কিছুটা লড়াই করলেন তিন নম্বরে নামা রজত পাটীদার। তাঁর ব্যাট থেকে এল ২১ বলে ২৯ রানের ইনিংস। ২টি করে চার এবং ছয় মারলেন তিনি। তার পর গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (শূন্য), ক্যামেরন গ্রিন (৯), অনুজ রাওয়াত (১১), দীনেশ কার্তিকেরা (৪) মিডল অর্ডারকে ভরসা দিতে পারলেন না। আইপিএলে ১৬তম শূন্য রান করলেন অসি অলরাউন্ডার ম্যাক্সওয়েল। পাটীদার, ম্যাক্সওয়েল এবং গ্রিনকে আউট করে বেঙ্গালুরুর ইনিংসের ভিত আলগা করে দেন দিল্লির ২১ বছরের তরুণ জোরে বোলার মায়াঙ্ক। এই চাপ শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারল না বেঙ্গালুরু।

শেষ দিকে কিছুটা চেষ্টা করেন মহিপাল লোমরুর। কিন্তু ওভার প্রতি রানের লক্ষ্যকে বাগে আনতে পারেননি। কাজে এল না লোমরুর লড়াই। তিনি ১৩ বলে ৩৩ রানের ইনিংস খেললেন ৩টি চার এবং ৩টি ছয়ের সাহায্যে। বেঙ্গালুরুর শেষ দিকের ব্যাটারেরাও কেউ রান পেলেন না। মহম্মদ সিরাজ কিছুটা আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের চেষ্টা করেন। ৮ বলে দু'টি ছয়ের সাহায্যে ১২ করেন সিরাজ। মায়াঙ্ক ছাড়া লখনউয়ের হয়ে ভাল বল করলেন নবীন উল হক। তিনি ২৫ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ৯ রানে ১ উইকেট মার্কাস স্টোইনিসের। ২১ রান দিয়ে ১ উইকেট পেয়েছেন মণিমরণ সিদ্ধার্থ। ৩৮ রান খরচ করে ১ উইকেট যশ ঠাকুরের।

এর আগে লখনউয়ের ব্যাটারেরাও তেমন সুবিধা করতে পারেননি বেঙ্গালুরুর ২২ গজে। রাহুল নেতৃত্বে ফিরলেও রান পেলেন না। টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক ডুপ্লেসি। রাহুলের দল লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছায় কুইন্টন ডিককের দায়িত্বশীল ইনিংসের সুবাদে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ওপেন করতে নেমে খেললেন ৮১ রানের অনবদ্য ইনিংস। তাঁর ৫৬ বলের ইনিংসে রয়েছে ৮টি চার এবং ৫টি ছক্কা। উইকেটের এক প্রান্ত আগলে রাখেন দলের ইনিংসের প্রায় শেষ পর্যন্ত।

ওপেন করতে নেমে লখনউ অধিনায়ক রাহুলের অবদান ১৪ বলে ২০। তাঁর ইনিংসে রয়েছে ২টি ছয়। ব্যর্থ তিন নম্বরে নামা দেবদত্ত পাড়িক্কলও (৬)। চার নম্বরে নেমে দলকে ভরসা দিতে পারলেন না স্টোইনিসও। অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার করলেন ১৫ বলে ২৪। মারলেন ১টি চার এবং ২টি ছয়। ব্যর্থ আয়ুষ বাদোনি (শূন্য)। শেষ দিকে ব্যাট হাতে আগ্রাসী ক্রিকেট খেললেন নিকোলাস পুরান। তিনি ২১ বলে ৪০ রান করে অপরাজিত থাকলেন। তাঁর ব্যাট থেকে এল ১টি চার এবং ৫টি ছক্কা। তাঁর ইনিংসই প্রতিপক্ষের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। শেষে তাঁর সঙ্গে ২২ গজে ছিলেন ক্রুণাল পাণ্ড্য (অপরাজিত শূন্য)।

বেঙ্গালুরুর বোলারদের মধ্যে সফলতম গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তিনি ২৩ রানে ২ উইকেট নিলেন। ২৪ রানে ১ উইকেট যশ দয়ালের। রিসি টোপলে ৩৯ রান খরচ করে ১ উইকেট পেলেন। ৪৭ রানে ১ উইকেট সিরাজের।

টানা পাঁচ মৌসুম ব্যর্থতার পর সাফল্য, পরাগের বদলে যাওয়ার রহস্য কী

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল খেলছেন সেই ২০১৯ সাল থেকে। সফলতা পাননি। রাজস্থান রয়্যালস অবশ্য রিয়ান পরাগের ওপর থেকে ভরসা হারায়নি। বছরের পর বছর সুযোগ দিয়ে গেছে। পারফরম্যান্সের বিচারে এই মৌসুমের আগের ৫ মৌসুমের মধ্যে তাঁর সেরা মৌসুম ছিল ২০২২ সাল। তা,ও ১৪ ইনিংসে রান করেছিলেন ১৮৩।

অথচ চলতি মৌসুমে ৩ ম্যাচেই এরই মধ্যে রান করেছেন ১৮১। আউট হয়েছেন মাত্র একবার। সেটাও এই মৌসুমে রাজস্থানের প্রথম ম্যাচে ৪৩ রান করে। পরাগের এমন বদলে যাওয়ার রহস্য কী? এমন প্রশ্নে পরাগ কোনো রহস্যের জট খুললেন না, বললেন বেশি কিছু করতে না চাওয়ার সহজ ভাবনাই তাকে বদলে দিয়েছে।

এই মৌসুমে ভিন্ন কী করছেন, এই প্রশ্নে ম্যাচ শেষে পরাগ বলেছেন, 'কিছুই না, সত্যি বলতে। আসলে অনেক কিছু করতে না চেয়ে সবকিছু সহজ করেছি। এর আগে যখন রান পাচ্ছিলাম না, এই প্রসঙ্গে অনেক বেশি কিছু ভাবছিলাম, ভিন্ন কিছু করতে চাইতাম, যে কারণে কাজ হয়নি। এ বছরে লক্ষ্য ছিল সহজ;বল দেখো ও মারো।'

পরাগের মূলত বদলে যাওয়ার গল্পের শুরু সর্বশেষ সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে। সেই টুর্নামেন্টে ৮৫ গড় আর ১৮২.৭৯ স্ট্রাইকরেটে ৫১০ রান করেছিলেন পরাগ, যা ছিল টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ। সেই টুর্নামেন্টের ফর্মই আইপিএলে নিয়ে এসেছে পরাগ। পরাগ ৫১০ রান করেছিলেন নম্বর চারে নেমে, এবার রাজস্থানও তাকে চার নম্বরে ব্যাটিংয়ের সুযোগ দিয়েছে। যার ফলও তারা পাচ্ছে হাতেনাতে। প্রথম ম্যাচে ২৯ বলে ৪৩ রান করেছেন, এরপরের দুই ম্যাচে যথাক্রমে ৪৫ বলে অপরাজিত ৮৪, ৩৯ বলে অপরাজিত ৫৪।

গতকাল ৫৪ রানের ইনিংস খেলার পথে চার নম্বরে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে পরাগের, 'যখন ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলি;এ ধরনের পরিস্থিতেই ব্যাট করতে যাই। যখন জস বাটলার ভাই আউট হন, এরপর অ্যাশ ভাইও ফিরে যান, আমি ভেবেছি এটাই তো আমার কাজ, এটাই তো গত ছয় মাস ধরে ঘরোয়া ক্রিকেটে করে আসছি।'

বিরাট কোহলির সঙ্গে এখন যৌথভাবে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক পরাগ।

২২ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যানের এমন পারফরম্যান্স কঠোর পরিশ্রমের ফলই বলেই জানিয়েছেন তিনি, 'তিন,চার বছর পর এমন ছিল, পারফর্ম করতে পারিনি। আপনি যখন জানেন আপনি পারেন, কিন্তু পারফরম্যান্স আসছে না। তখন আপনি নতুন করে ভাববেন। খোঁজার চেষ্টা করেছি, কী ভুল ছিল। পরে বুঝতে পেরেছি, এই পর্যায়ের অনুশীলন আমি করছি না। তাই গত মৌসুমের পর কঠোর অনুশীলন করা শুরু করি। আমার মনে হয় তার ফল এখন দেখা যাচ্ছে। এ ধরনের দ্রুতগতির বলে আমি অনুশীলন করেছি, এমন পরিস্থিতিতে খেলেছি, এরপরই এমন পারফরম্যান্স।'

রাজস্থান রয়্যালসের সহকারী কোচ শেন বন্ডের তো রিয়ান পরাগকে সূর্যকুমার যাদবের মতো মনে হচ্ছে, 'সে আমাকে কয়েক বছর আগে মুম্বাইয়ে আসা সূর্যকুমার যাদবের কথা মনে করিয়ে দেয়। ও ঠিক সে রকমই;অমিত প্রতিভাধর। খেলোয়াড় হিসেবেও পরিপক্ক হয়েছে, যদিও ওর বয়স মাত্র ২২।'

৫১১ রানের 'অসম্ভব' লক্ষ্য, ৭ উইকেটে ২৬৮ রানে চতুর্থ দিন শেষ করল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে সবার মুখে এই এক প্রশ্ন। নিশ্চিত হারের পথে এগোতে থাকা বাংলাদেশ দলের এক একটি উইকেট পতনের পর চতুর্থ দিনেই খেলা শেষ হওয়ার শঙ্কাটা বাড়ছিল। মেহেদী হাসান মিরাজ ও তাইজুল ইসলাম টিকে থাকায় রক্ষা। দুজন মিলে জুটি গড়ে খেলাটাকে পঞ্চম দিনে টেনে নিয়েছেন। চতুর্থ দিনের খেলা শেষে বাংলাদেশের রান ৭ উইকেটে ২৬৮।

শ্রীলঙ্কার জয়ের জন্য দরকার আরও ৩ উইকেট। হাতে আছে আগামীকালের আরও তিন সেশন। জয় থেকে ২৪৩ রানের বিশাল দূরত্বে পিছিয়ে বাংলাদেশ।

সিলেট টেস্টের মতো চট্টগ্রাম টেস্টেও গল্পটাও একই রকম। চতুর্থ ইনিংসে বাংলাদেশ দলকে ৫১১ রানের বিশাল লক্ষ্য ছুড়ে দেয় লঙ্কানরা। গতকাল শেষ বিকেলে প্রায় অসম্ভব লক্ষ্যের পেছনে ছুটতে গিয়ে বাংলাদেশের শুরুটাও ভালো হয়। দুই ওপেনার জাকির হাসান ও মাহমুদুল হাসান ৩৭ রানের জুটি গড়েন। কিন্তু আজ দিনের দ্বিতীয় সেশনের শুরুতে দশম ওভারে মাহমুদুলকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন প্রবাত জয়াসুরিয়া। ভালো লেংথ থেকে ভেতরে আসা বলে কাট করতে গিয়ে বোল্ড হন মাহমুদুল। ৩২ বলে ২৪ রানে থামে তাঁর ইনিংস।

জাকিরের ইনিংসও দীর্ঘ হয়নি। ১৫তম ওভারে বিশ্ব ফার্নান্ডোর বলে স্লিপে ধনাঞ্জয়া ডি সিলভার হাতে ক্যাচ তোলেন ৩৯ বলে ১৯ রান করা জাকির। দুই ওপেনারের বিদায়ের পরও বাংলাদেশের ইনিংস দীর্ঘ করছিলেন মুমিনুল হক ও নাজমুল হোসেনের জুটি। কিন্তু থিতু হয়ে আউট হওয়ার ধারাটা বজায় রাখেন নাজমুল। ২০ রান করে লাহিরু কুমারার বলে বোল্ড হন তিনি।

হতাশ করেছেন মুমিনুলও। আক্রমণাত্মক মানসিকতায় ৫০ রানের ইনিংস খেলে চা পান বিরতির ঠিক আগের ওভারে জয়সুরিয়ার বলে সুইপ খেলতে গিয়ে স্কয়ার লেগে ক্যাচ তোলেন। দুই অংকের ঘরে গিয়ে আউট হয়েছেন সাকিব আল হাসানও। তাঁর উইকেট নিয়েছেন কামিন্দু মেন্ডিস।

৫৩ বলে ৩৬ রান করার পর স্লিপে নিশান মাদুস্কার হাতে ক্যাচ তোলেন সাকিব। ক্রিজে ৭২ বল টিকে থেকে ৩৮ রান করে দৃষ্টিকটু শট খেলে আউট হয়েছেন লিটন। লাহিরু কুমারার স্লোয়ার বাউন্সারে পুল শট খেলার চেষ্টায় কট বিহাইন্ড হন তিনি। মেন্ডিসকে উইকেট দিয়েছেন শাহাদাত হোসেনও। ১৫ রানে এলবিডব্লিউর ফাঁদে পড়েন তিনি। দিনের বাকি সময়টা পার করেন মিরাজ ও তাইজুল। দুজন মিলে ৩৩ বলে ২৫ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে দিন শেষ করেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
শ্রীলঙ্কা ১ম ইনিংস ৫৩১
বাংলাদেশ ১ম ইনিংস ১৭৮
শ্রীলঙ্কা ২য় ইনিংস ১৫৭/৭ ডিক্লেয়ার
বাংলাদেশ ২য় ইনিংস ৬৭ ওভারে ২৬৮/৭ (মুমিনুল ৫০, মিরাজ ৪৪*, লিটন ৩৮, সাকিব ৩৬, মাহমুদুল ২৪, নাজমুল ২০; কামিন্দু ২/২২, লাহিরু ২/৪১, জয়াসুরিয়া ২/৭৯, ফার্নান্দো ১/৩৯);
চতুর্থ দিন শেষে।

প্রথম বাঙালি, হানশি প্রেমজিৎ সেন বিশ্ব ক্যারাটে ফেডারেশন দ্বারা স্বীকৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রীড়াবিদদের জন্য অর্জনগুলি কেবলই সংখ্যামাত্র। কঠোর পরিশ্রম এবং পরিত্যাগ হলো সেই চাবিকাঠি যার দ্বারা মানুষ কোনো বিশেষ কিছু অর্জন করতে সক্ষম হয়ে থাকে।

ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর সভাপতি হানশি প্রেমজিৎ সেন সম্প্রতি ক্যারাটে ডু-তে তাঁর প্রশংসনীয় অবদানের জন্য ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফেডারেশন কর্তৃক ৮ম ড্যান ব্ল্যাকবেল্ট পুরস্কার লাভ করেছেন।

তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালি যিনি ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফেডারেশন দ্বারা স্বীকৃত। এছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি দ্বারাও যথাযথভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফেডারেশন দ্বারা এই ৮ম ড্যান ব্ল্যাকবেল্ট অর্জন করবার জন্য হানশি প্রেমজিৎ সেন এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। শুধু তাই নয় হানশি প্রেমজিৎ সেন স্বনামধন্য ব্যক্তি যিনি ক্যারাটে ডু-কে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্য বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। বছরের পর বছর ধরে করে আসা তার কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ ও আত্মনিবেদন তাকে এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার এনে দিয়েছে।

হানশি প্রেমজিৎ সেন ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশনের যুগ্ম সম্পাদক। ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন ভারতের একমাত্র খাঁটি ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন যেটি ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফেডারেশন, এশিয়ান ক্যারাটে ডু ফেডারেশন, সাউথ এশিয়ান ক্যারাটে ডু ফেডারেশন ও কমনওয়েলথ ক্যারাটে ডু ফেডারেশন দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। প্রেমজিৎ সেন বলেন ; ক্ষুএই কৃতিত্ব অর্জনে আমার অনুভূতিকে ব্যক্ত করার জন্য আমার কাছে কোনো শব্দ নেই। আমি ঈশ্বরের কাছে ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ কারণ বাঙালি হিসেবে আমি প্রথম এই পুরস্কার অর্জন করলাম। এটি আমি আমার পরিবারকে উৎসর্গ করছি যারা আমাকে এই জায়গায় আসবার জন্য কঠিন প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে সহায়তা করেছে ও বহু ত্যাগ স্বীকার করেছে। বিশ্বজুড়ে আমার সমস্ত শুভাকাঙ্খীদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

নেতৃত্বে বদলের কারণেই কি হারের হ্যাটট্রিক মুম্বইয়ের?

নিজস্ব প্রতিনিধি: হারের হ্যাটট্রিক হয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। এ বারের আইপিএলের আগে নেতৃত্বে বদল হয়েছে দলের। রোহিত শর্মার হাত থেকে দায়িত্ব হার্দিক পাণ্ড্যের হাতে গিয়েছে। সেই কারণেই কি দলের অন্দরের ছবিটা ভাল নয়? আর সে জন্যই কি পর পর তিনটি ম্যাচে তাদের হারতে হয়েছে? এই বিষয়ে মুখ খুললেন দলের পেসার আকাশ মাধোয়াল।

রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে একমাত্র নজর কেড়েছেন মাধোয়াল। ২০ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ম্যাচ শেষে দলের ক্রিকেটারদের মানসিক অবস্থা নিয়ে বলতে গিয়ে মাধোয়াল বলেন, তদলের পরিবেশ খুবই ভাল। সবাই বলতে পারে দলে নতুন অধিনায়ক এসেছে, কিন্তু বিষয়টা তেমন নয়। প্রত্যেক অধিনায়কের ধরন আলাগা। আগে রোহিত ভাই নিজের মতো করে নেতৃত্ব দিত। এখন হার্দিক ভাই নিজের মতো করে দিচ্ছে।দ

দুই অধিনায়কের অধীনেই খেলেছেন মাধোয়াল। তাঁর কোনও দিন সমস্যা হয়নি বলেই জানিয়েছেন তিনি। মাধোয়াল বলেন, তদু'জনের অধীনে খেলতেই আমার ভাল লাগে। অনুশীলনের সময় আমি হার্দিক ভাই ও রোহিত ভাই দু'জনের সঙ্গেই কথা বলি। অনেক সময় (যশপ্রীত) বুমরা ভাইয়ের সঙ্গেও কথা বলি। দলের ভিতরে কোনও সমস্যা নেই। আশা করছি সামনের ম্যাচ থেকে আমরা ভাল ফল করব।দ

দলের অভ্যন্তরের পরিস্থিতি যত ভালই হোক না কেন, বাইরের পরিস্থিতি তা নয়। দর্শকেরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছেন। এক ভাগ রোহিতকে সমর্থন করছেন। এক ভাগ হার্দিককে। বাইরের কোনও খবরে তাঁদের কোনও সমস্যা হচ্ছে না বলেই জানিয়েছেন মাধোয়াল। তিনি বলেন, তবাইরের বিষয় আমরা ভাবছি না। রোহিত ভাই আগে আমাদের অধিনায়ক ছিল। এখন হার্দিক ভাই অধিনায়ক। ও যে ভাবে চাইবে সেই ভাবেই আমরা খেলব।দ

আফ্রিদি পিসিবি 'শান্তিচুক্তি' সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঝামেলা কি তবে এ দফা মিটল পাকিস্তান ক্রিকেটের?

বার্তা সংস্থা এএফপি ও ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবর অনুযায়ী, 'শান্তিচুক্তি' হয়ে গেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ও মাত্রই সাবেক হওয়া টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদির। গতকাল পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি কাকুলে মিলিটারি একাডেমিতে জাতীয় দলের অনুশীলন ক্যাম্প পরিদর্শন করার পর এসেছে এমন খবর।

গত পরশু পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের পদ থেকে আফ্রিদিকে সরিয়ে আবারও বাবর আজমকে সাদা বলের ক্রিকেটে অধিনায়ক করার ঘোষণা দেয় পিসিবি। এরপর আফ্রিদিকে উদ্ধৃত করে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পিসিবি জানায়, সবকিছু মেনে নিয়ে নতুন অধিনায়কের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন এই বাঁহাতি পেসার। কিন্তু পরে আফ্রিদির ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানানো হয়, অধিনায়কত্ব ছাড়া বা নতুন অধিনায়ক নিয়ে কোনো কথাই বলেননি সদ্য সাবেক অধিনায়ক। যার অর্থ আফ্রিদির 'জাল' উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছে পিসিবি।

সেই ঘটনার পরই আসে পিসিবি চেয়ারম্যান নাকভির কাকুলে ক্যাম্প পরিদর্শনে যাওয়ার ঘোষণা। গতকাল রাতে সেখানে গিয়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখাও করেছেন পিসিবির নতুন এই চেয়ারম্যান। এএফপি ও ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, সেখানেই আফ্রিদির সঙ্গে 'শান্তিচুক্তি' করেছেন নাকভি। অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও আফ্রিদি নাকি পাকিস্তানের ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থে সবকিছু মেনে নিয়ে পথ চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গতকাল রাতেই কাকুলে আফ্রিদির সঙ্গে নাকভির করমর্দন করার একটি ছবি প্রকাশ করে পিসিবি। তবে এরপর প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সাবেক অধিনায়কের সঙ্গে কী কথা হয়েছে, তা নিয়ে কিছুই বলেনি পিসিবি। পিসিবি শুধু বলছে, 'কাছ থেকে অনুশীলন ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা নিতে ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ দিতেই' এই সফর করেছেন নাকভি।

স্টোকস টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবেন না বেন স্টোকস। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) পক্ষ থেকে আজ জানানো হয়েছে, জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপ খেলতে এই ইংলিশ অলরাউন্ডার আগ্রহী নন।

ভবিষ্যতে তিনি পূর্ণাঙ্গ অলরাউন্ডার হিসেবে ফেরার দিকেই মনোযোগ দিতে চান। এই লক্ষ্য সামনে রেখে কাউন্টি দল ডারহামের হয়ে প্রথম শ্রেণিতে খেলবেন স্টোকস। এর আগে আইপিএল থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক।

অনেক দিন ধরেই হাঁটুর চোটে ভুগছেন স্টোকস। সর্বশেষ ভারতের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে মাত্র ৫ ওভার বোলিং করতে পেরেছেন।

বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করা নিয়ে স্টোকস বলেছেন, 'আইপিএল ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে নাম সরিয়ে নেওয়াটা আশা করছি এমন এক ত্যাগ হবে, যা আমাকে ভবিষ্যতে যেমন অলরাউন্ডার হতে চাই, সেটা হওয়ার সুযোগ দেবে। সম্প্রতি হওয়া টেস্ট সিরিজ দেখিয়ে দিয়েছে হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পর এবং ৯ মাস বোলিং না করে বোলিংয়ের জায়গা থেকে আমি কতটা পিছিয়ে পড়েছি! গ্রীষ্ম শুরুর আগে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ডারহামের হয়ে খেলার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। স্টোকস শুধু এই সিরিজেই পূর্ণাঙ্গ অলরাউন্ডার হিসেবেই ফেরার দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন না, তা নয়, তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার নিয়েই ভাবছেন, 'বোলিং ফিটনেসের দিকে মনোযোগ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ অলরাউন্ডার হিসেবে সব সংস্করণের ক্রিকেটে ফেরার জন্য আমি কঠোর পরিশ্রম করছি।

ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে এই স্টোকসের ফিফটিতে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইংল্যান্ড। এবারে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ শুরু হবে ৪ জুন, স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। এরপর গ্রুপ পর্বে তারা খেলবে অস্ট্রেলিয়া, ওমান, নামিবিয়ার বিপক্ষে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**